৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ৮ অগ্রহায়ণ – ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ঃ ২৫ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর, ২০২৩

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 5, 25 November - 1 December, 2023

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দুমাসের মধ্যে স্কুল নিয়োগ মামলার শুনানী শেষ করে

নতুন ডিভিশন বেঞ্চ গড়ে ছমাসের মধ্যে শুনানী শেষ করতে কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দেয় সুপ্রীম কোর্ট। সেই মত গড়া হল নতুন ডিভিশন বেঞ্চ।

রবিবার : মালদার বামনগোলায় মালডাঙ্গা গ্রামের বেহাল রাস্তায়

গাড়ি ঢুকতে না পারায় খাটিয়ায় দড়ি বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হল এক রোগিনীর। ভেঙে পড়েছেন মৃতার স্বামী ও তার ভাই।

সোমবার : মুর্শিদাবাদের আহিরণের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক

থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই মাওবাদীকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। ধৃত মন্টু মল্লিকের বাড়ি সরশুনায় ও আর একজন প্রতীক ভৌমিকের বাড়ি নদীয়ার ধানতলায়।

মঙ্গলবার : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রাক্তন

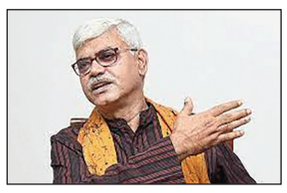

উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অবসর নেওয়ার কয়েকদিন পরেই তিন মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গেল পুলিশের একটি দল।

বুধবার : এবারের বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের প্রথম দিনে দুই

পরিবর্তনে তাজপুর বন্দর নির্মাণ থেকে বাদ গেলেন আদানি গোষ্ঠী আর বাংলার ব্র্যান্ড অ্যামবাসাডার থেকে বাদ গেলেন শাহরুখ খান, এই পদে এলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তাজপুরের জন্য নতুন সংস্থা খোঁজা শুরু হয়েছে।।

বৃহস্পতিবার : রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে শুধু মন্ত্রী বা রাজনীতিকরা

নয়, খাদ্য দপ্তরের অফিসাররাও কোটি কোটি টাকা লুঠের সঙ্গে যুক্ত বলে আদালতে লিখিত বক্তব্য জমা দিল ইডি।।

শুক্রবার : ছাত্র মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত দোষীদের শাস্তি দিতে কর্তৃপক্ষের

টালবাহানার প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসা অনশন প্রত্যাহার হল। উপাচার্য ডিসেম্বরের মধ্যে বিষয়টির সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

চর দেব টাকা চাই, কম দিলে হুমকি

খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্দরে সংঘর্ষ, জখম ১৮

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী

খাস জমি কার অধীনে থাকবে এবং খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ঘটনায় উভয় পক্ষের মোট ১৮ জন জখম হয়েছে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত নফরগঞ্জ পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর নফরগঞ্জ বড় দিন্দারঘেরী এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম গ্রামবাসীরা হলেন সুপর্ণা হালদার,শিবানী নস্কর, সতী মণ্ডল,অঞ্জনা মণ্ডল, সুভাষ মণ্ডল,ললিত মণ্ডল, অমূল্য মণ্ডল, ধীরেন মণ্ডল,অপূর্ব মণ্ডল'রা। অন্যদিকে, শাসকদলের জখম হয়েছেন অভিমান্য পাত্র,কিংকর দাস,রবীন্দ্র নাথ মাইতি, সোমনাথ সাউ,বাপন মণ্ডল,রবি মণ্ডল,সমীরণ মণ্ডল,দুলাল মণ্ডল,পঞ্চানন মণ্ডল'রা। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ করেছে উভয় পক্ষই। তদন্ত শুরু করেছে ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নফরগঞ্জ পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর নফরগঞ্জ বড় দিন্দারঘেরী এলাকায় বয়ে চলেছে বিদ্যাধরী নদীর একটি শাখা। বিদ্যাধরীর শাখানদী মজে যাওয়ায় বিশাল চড় তৈরি হয়।বিগত বাম সরকারের আমলে নদীর সেই চড় প্রায় ৪০টি পরিবারের মধ্যে পাট্টা দিয়ে বণ্টন করা হয়েছিল। সেখানে বসবাস করছিলেন ৪০টি পরিবার। নদীর শাখা মজে যাওয়ায় বসবাসকারীরা আরো বেশকিছু জায়গা নিজেরা দখল করে আয়ত্বের মধ্যে রাখে। রাজ্যে পালা বদল হয়েছে। অভিযোগ বিগত কয়েক মাস আগে স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান অভিমান্য মণ্ডলের নেতৃত্বে সমীর পাল,দুলাল বর্মন, রবীন মাইতি গ্রামবাসীদেরকে হুমকি দেয়, বাড়তি জায়গা দখলে রাখতে গেলে পার্টির জন্য কাঠা পিছু ৫০০০ টাকা দিতে হবে, নাহলে সব দখল করে নেওয়া হবে। এতে করে পাট্টা নিয়ে বসবাসকারীদের দাবি, তারাও তৃণমূল নেতাদেরকে কাঠা পিছু দুই হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য রাজি হয়। তৃণমূল নেতৃত্ব কাঠা পিছু জমির জন্য ৫০০০ টাকার কম নিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ।গ্রামবাসীদের দাবি, ৫ হাজার টাকার কম নিতে নারাজ হয় তৃণমূলের নেতারা। আমরা সকলে একজোট হই। প্রতিবাদ করি। বুধবার সকালে আচমকা উপপ্রধানের নেতৃত্বে প্রায় ৫০০ তৃণমূল কর্মী আমাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঁশ দিয়ে মারধর করে এবং জায়গার উপর দখল করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে দেয়। মহিলারা প্রতিবাদে শামিল হলে তাদেরকে বেধড়ক মারধর করে কাপড় ব্লাউজ ছিঁড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে, টাকা পয়সা চাওয়া কিংবা মারধর সহ অন্যান্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান অভিমান্য মণ্ডল জানিয়েছেন,আমরা নদীর পাড়ে ম্যানগ্রোভ রোপণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। সেই জন্য বুধবার পরিদর্শনে যাই। গ্রামবাসীরা বিজেপির ইন্ধনে আমাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে। আমাদের ৯ জন গুরুতর জখম হয়।

জনমনে প্রশ্ন

আদালতের সময় সারণী রক্ষা হবে তো?

ওঁঙ্কার মিত্র

সারদা থেকে রেশন দুর্নীতি, শিক্ষা থেকে পুর নিয়োগ। বাংলায় চলছে 'শার্লক হোমস'–এর সিরিজ। তবে এইসব তদন্ত অভিযানের শেষ কোথায় তা নিয়ে বঙ্গবাসীর কৌতুহলের শেষ নেই। তবে হ্যাঁ, কিছুটা আশা জাগিয়েছে ভারতের শীর্ষ আদালত। বাংলার বিরক্তি অবসানে ছকে দিয়েছে সময় সারণী। আগামী দু মাসের মধ্যে সমস্ত শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শেষ করতে হবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে। আর সেই তদন্ত প্রক্রিয়ার মামলা শেষ করতে হবে আগামী ছয় মাসের মধ্যে। এজন্য একটি নির্দিষ্ট ডিভিশন বেঞ্চ তৈরি করে সব মামলা আনতে হবে এক জায়গায়। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ কার্যকর করেছেন। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের নেতৃত্বে গঠন করে দিয়েছেন নতুন একটি ডিভিশন বেঞ্চ। এরপর সেখানে সমস্ত এসএসসি মামলার তদন্ত হবে।

তবে শীর্ষ আদালতের এই সময় সরণী বাংলার মানুষকে উৎফুল্ল হওয়ার বদলে আরও ধন্ধে

ফেলে দিয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কেন্দ্রীয় এজেন্সির তুরুপের তাস সুজয় ভদ্র বা কালীঘাটের কাকু আজও এসএসকেএম–এ চিকিৎসাধীন।

এরপর পাঁচের পাতায়

মৌসুনী–আইল্যান্ডে পর্যটনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও পরিকাঠামোর অভাব প্রকট

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী মৌসুনী আইল্যান্ডে পর্যটনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও পরিকাঠামোর অভাবে পর্যাপ্ত পর্যটক আসছেন না। ডায়মণ্ড হারবার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ব্রিজ পেরিয়ে চলে আসতে হবে দশ মাইল বাজার। ডানদিকের রাস্তা ধরে পাতিবুনিয়া ফেরিঘাট। ওখান থেকে ভুটভুটি করে চিনাই নদী পেরিয়ে মৌসুনী আইল্যান্ডের ফেরিঘাট। ফেরিঘাট থেকে টোটো করে যাওয়া যায় বিভিন্ন হোমস্টে এবং রিসর্টে। বঙ্গোপসাগরের তীরে গড়ে উঠেছে বিলাসবহুল ৬০টি রিসর্ট। কম প্যাকেজের মধ্যে নির্জন সমুদ্রতীরে একদিন এক রাত সুন্দরভাবে কাটিয়ে যেতে পরেন। হোমস্টের মালিক এবং কর্মচারীদের ব্যবহার এবং সুন্দর রান্নাবান্না আপনাকে মুগ্ধ করবেই। গোধূলী আলোয় বঙ্গোপসাগরের সী–বিচ ধরে হাঁটলে অন্যরকম একটা অনুভূতি হবে এখানে। দূরে দেখা যাবে জম্বুদ্বীপ। পাখিদের কিচিরমিচির আর সবুজের আঘ্রাণে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। সন্ধ্যায় ঝিকিমিকি আলো আঁধারিতে বক্সে চলবে পুরানো দিনের হিন্দী ও বাংলা গান। যারা নির্জনতা পছন্দ করেন

তাদের মৌসুনী আইল্যান্ড ভালো লাগবেই। কিন্তু এখানে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে পর্যাপ্ত পর্যটকরা আসছেন না। সি ভিউ রিসর্টের মালিক সেখ তাহের জানালেন, মূল রাস্তা থেকে সমুদ্রের দিকে যাবার অনেক রাস্তা এখনও মাটির আছে। বৃষ্টি হলে পর্যটকরা সমস্যায় পড়েন।

এরপর পাঁচের পাতায়

সাইবার হানার শিকার কল্যাণ দাসের অর্থ এখনও অধরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ নভেম্বরের সংখ্যায় আলিপুর বার্তায় আমরাই প্রথম খবর করেছিলাম–সঙ্গীতশিল্পী কল্যাণ দাস খোয়ালেন প্রায় ৯ লক্ষ টাকা। সাবধান! সাইবার হানায় সর্বস্বান্ত হতে পারেন বিদ্যুৎগ্রাহকরা। শীর্ষক খবর।

গত ৫ নভেম্বর অনলাইনে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল দিতে গিয়ে শিল্পী ৯ লক্ষ টাকা খোয়ান। এরপর স্থানীয় বাখরাহাট এসবিআই ব্যাঙ্ক, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম দপ্তরে কল্যাণবাবু লিখিত অভিযোগ জমা দেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নাকি কল্যাণবাবুকে জানিয়ে দিয়েছে তাদের কিছু করার নেই। কল্যাণবাবু নাকি চুরি করবার জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন নিজেই। ৫ নভেম্বর সাইবার ক্রাইম দপ্তরে কল্যাণবাবু অভিযোগটি ডকেট করেন। প্রায় ১৫ দিন পর গত ১৮ নভেম্বর কল্যাণবাবুকে এফআইআর করতে বলা হয়। কিন্তু মোদ্দা কথা হল এখনও পর্যন্ত কোনো সুরাহা মেলেনি। কল্যাণবাবু জানান, টাকাটা তামিলনাড়ু রাজ্যে চলে গেছে। প্রশ্ন হল সাইবার সেল কী করছে? এতদিন পরই বা এফআইআর করা হল কেন? ভিনরাজ্যে সাইবার সেল অভিযান করছে না কেন? নাকি সাইবার সেলের সেই পরিকাঠামো নেই? ডায়মন্ড হারবার সাইবার সেলের অফিসার ইন চার্জ তীর্থসারথী হালদার জানান, দেখুন আমাদের দপ্তর ঠিক পথেই তদন্ত করছে। এসব ক্ষেত্রে সময় লাগে। অভিযান করার আগে ব্যক্তিকে আইডেন্টিফারই করতে হবে। হ্যাকাররা অধিকাংশই ভুয়ো নাম ব্যবহার করে থাকে। আমরা সব কিছু খতিয়ে দেখছি।

মানি মার্কেটিংয়ের অভিশপ্ত ছায়া বনগাঁয়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

দীর্ঘ প্রায় এক দশক পর আবার একটি মানি মার্কেট সংস্থার বলি হলেন বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েকশো গ্রামবাসী। উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ থানার অন্তর্গত বাগানগ্রাম বাংলানি এলাকায়। এক সমিতির বিরুদ্ধে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালে এখানে তৈরি হয়েছিল 'বাগানগ্রাম জনজাগরণ উন্নয়ন সমিতি।' গ্রামবাসীরা তাদের জমানো টাকা রেখেছিলেন এই সমিতিতে। এখানে তারা শতকরা এক টাকা করে সুদ পেতেন। গ্রামবাসীদের কথা থেকেই জানা যায়, এভাবেই চলে আসছিল। কিন্তু বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে তারা কোনও সুদ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। অতঃপর বাসিন্দারা সুদের আশা ছেড়ে তাদের আসল টাকা ফেরতের দাবি জানায়। এরপর থেকে টাকা ফেরতের পরিবর্তে কেবল মিলছে প্রতশ্রুতি। চলতি সপ্তাহে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এই সমিতির এক সদস্য জয়দীপ বিশ্বাসের বাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। গ্রামবাসীরা বলেন, প্রায় পাঁচ বছর ধরে তাদের জমানো টাকার উপর তারা কোনও সুদ না পাওয়ায় আসল টাকা ফেরতের দাবি জানালেন সমিতির পক্ষ থেকে তাও ফেরত দেওয়া হচ্ছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

মহেশতলা–বজবজে গ্রীন বাজিতেই এবার সুপার মার্কেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ নভেম্বর সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় 'শেষ লগ্নে জমে উঠেছে বাজি বাজার, আস্থা গ্রীন বাজিতেই' শীর্ষক সংবাদ পরিবেশন করেছিলাম। কালীপুজো জগদ্ধাত্রী পুজো শেষ হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মহেশতলা–বজবজ এলাকার প্রদেশ আতসবাজী ব্যবসায়ী ও কর্মচারি সমিতির সম্পাদক শুকদেব নস্করের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, এবার শব্দবাজি ছাড়া পরিবেশ বান্ধব গ্রীন বাজির বাজার কেমন জমল? উচ্ছ্বসিত শুকদেব বাবু জানান, সুপার মার্কেট হয়েছে। গত বছরের

থেকেও বিক্রি বাট্টা বেড়েছে। ক্রেতারা এবার মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়েই আলোর বাজিতে মেতেছিলেন। আমরাও খুশি। কারিগররা আর শব্দ বাজি বানাতে চাইছেন না। নির্বিঘ্নে গ্রীন বাজি বানিয়ে ব্যবসা করতে আগ্রহী। এর আগে গ্রীন বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে আবারও প্রশিক্ষণ হবে। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর পাঁচের পাতায়

আজও অবহেলিত লাউগ্রাম পশপুরের শিল্পী গণেশচন্দ্র রায়

অসীম কুমার মিত্র

হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার রসিদপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশপুর গ্রাম। যাকে অনেকেই লাউ গ্রাম বলেই জানে। এই গ্রামের বাসিন্দা গনেশচন্দ্র রায় একজন বিখ্যাত লাউ চাষি। যিনি লাউ চাষি থেকে বাদ্যযন্ত্রের শিল্পী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। লাউ চাষ থেকে লাউয়ের তৈরি বাদ্যযন্ত্র সেতার, তানপুরা, বীণার টিউনার ছিলেন তিনি। ব্যবসা সূত্রে গণেশবাবুকে প্রায়ই যেতে হত কলকাতা ছাড়াও দিল্লি, মহারাষ্ট্র, এলাহাবাদ, লখনউ, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায়। সে সময় মহারাষ্ট্রের পান্ডলপুরে তানপুরা সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈরির উপযুক্ত লাউ পাওয়া যেত।তিনি মহারাষ্ট্রের মিরাজ (পাণ্ডলপুর) থেকে লাউয়ের বীজ এনে এখনকার বীজের সঙ্গে ক্রসবীড পদ্ধতিতে উন্নত জাতের লাউ তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর তৈরি বাংলার এই লাউ মিরাজকে টেক্কা দিয়েছিল। সেই সময় তানপুরা বা সেতার তৈরির জন্য মিরাজের লাউ কেউ আর তেমনভাবে কিনত না।

আগে দামোদরের পূর্ব পাড় অবস্থিত হুগলি জেলার জঙ্গিপাড়া থানার পশপুর, রঞ্জপুর, চকগড়া,পালিয়াড়া (হাওড়া জেলা) গ্রামে ব্যাপকহারে হত এই লাউ

চাষ। এখন আর সেভাবে হয় না। তবে তানপুরা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তৈরির এই লাউ এখন পশপুর গ্রামেই বেশি চাষ হয়। গণেশবাবুর কথায়, আগে যেসব জমিতে ব্যাপকভাবে লাউ চাষ হতো সেইসব জমির অধিকাংশ অংশেই এখন বিকল্প বা অন্য চাষ করতে হচ্ছে। সেতার, তানপুরা তৈরির লাউয়ের খোল এখনও বিক্রি করেন গণেশবাবু, তবে খুবই অল্প স্বল্প। কিন্তু কীভাবে তৈরি করতে হয় এই বিশেষ ধরনের লাউ? সে প্রসঙ্গে গণেশবাবু জানালেন, জমিতে বীজ ফেলতে হয় ভাদ্র – আশ্বিন মাসে। বীজ থেকে উৎপন্ন চারা তুলে রোপন করা হয় একমাস পরে কার্তিক মাসে। লাউ মাচাতে হয় আবার মাটিতেও হয়। মাটি ভেঙ্গে সমান করে কোন প্লাস্টিকের পাত্র বা থালা জাতীয় কিছু লাউয়ের নিচে বসাতে হবে,যাতে লাউয়ের তলার অংশটি গোলভাব বা সমান হয়। চৈত্র মাসে লাউ তোলা হয়। লাউ তোলার পর বাড়িতে এনে এক সপ্তাহ পর মুখ কেটে লাউয়ের বীজ ও সস্যল অংশ পৃথক করে নিতে হয়। ৫–৭ দিন পরে জলে ফেলা হয় লাউয়ের খোল লাউয়ের খোল অংশটিকে। জলে ৭ দিন থাকার পর তা তুলে নিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ডাঙ্গায় রাখতে হয়। তারপর শুকনো করে ওই লাউ খোল গোডাউনে রাখা হয়। এগুলির বিভিন্ন মাপ বা সাইজ সম্পর্কে তিনি জানালেন লেডিজ তানপুরা ৪৭ বেড় (বি–ফ্ল্যাট) সি – সার্ফ বাড়ে তিন তানপুরা (৫৮–৬০ বেড়) পৌনে চার তানপুরা। আবার বীণা (৫৮–৬০ বেড়), সুর বাহার (৫০–৫৩ বেড়)–এর সাইজ জানাতেই ভুললেন না ৮২ বছরের প্রধান এই শিল্পী মানুষটি। তিনি আরো জানালেন এ দেশের লাউ হলো ইন্ডিয়ান মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট প্রোডাক্ট। লাউ থেকে তৈরি করা হয় সেতার, তানপুরা, বীণা (বার্তা বীণা, রুদ্র বীণা, সরস্বতী বীণা), একতারা, সুরবাহার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 5, 25 November - 1 December, 2023

উত্তরের আঙিনায়

মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী ১ ব্যক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা : দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে নিজের শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ১ব্যক্তি। বুধবার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত দহপাড়া এলাকায়। জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম সমাপ্ত রায় (৩৫), বাবা বীরেন রায় বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত দহপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি। এরপর বুধবার ভোরে নিজের শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সমাপ্ত রায় নামে ওই ব্যক্তি। বিষয়টি বাড়ির লোকেদের নজরে আসতে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে এসে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। পরিবারের লোকেদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই ব্যক্তি। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে এসেছে ওই পরিবারে।

গঙ্গারামপুরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ, চাঞ্চল্য এলাকায়

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ তুলে সিডিপিওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নীলডাঙ্গা ৩৪৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়, বাসি সবজি বাচ্চাদের খাবারে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। পাশাপাশি বেশিরভাগ দিনই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকে বলেও অভিযোগ। নানা অভিযোগ নিয়ে গ্রামের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে গঙ্গারামপুরের সিডিপিও ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে। গ্রামবাসীদের দাবি, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের জন্য ভালো খাবার পরিষেবা দিতে হবে। নিয়ম মত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা রাখতে হবে। এরপরে সিডিপিও পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক, সিকিমে যাতায়াত পর্যটকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুজোর আগে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল সিকিম। একাধিক জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পর্যটকদেরও তীব্র সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। বেশ কয়েকদিন সিকিমে পর্যটকদের যাতায়াত একেবারে নিষেধ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরের থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে পরিস্থিতি। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কিছু কিছু এলাকা খুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত সিকিম পর্যটন দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে বর্তমানে পর্যটকরা সিকিমের যে কোনো প্রান্তে যাতায়াত করতে পারবেন। উত্তর সিকিম থেকে আরম্ভ করে সিকিম জুড়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পর্যটকদের আর কোনো অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য শীতকালে সিকিমে পর্যটকদের ঢল নামে, বিশেষ করে বাঙালি পর্যটকদের কাছে উল্লেখযোগ্য ডেস্টিনেশন সিকিম। কাছাকাছি বরফ দেখতে সিকিমে পাড়ি দেন পর্যটকরা। গ্যাংটক, নাথুলা, ছাঙ্গু পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। ছাঙ্গু লেক দেখবার জন্য দূর–দূরান্ত থেকে প্রচুর পর্যটক এসে থাকে। ছাঙ্গু লেকে তুষারপাতের ঘটনা ঘটে শীতকালে, সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক থেকে খুব একটা দূরে নয় ছাঙ্গু লেক।

শিলিগুড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে মেয়র

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রতি বছরের মতো এবছরও শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন এলাকায় আলিঙ্গন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করা হয়। ১৪ তম বছরে পদার্পণ করল পুজো। এদিন এই পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো অন্যান্যরা। পুজোকে ঘিরে ছিল নানান কর্মসূচি। এই বিষয়ে ক্লাবের এক সদস্য জানান প্রতিবছরের মতো এবছরও বিভিন্ন কর্মসূচি হয়। পুজো উপলক্ষে প্রতিদিনই ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারে পূজোর থিম মা জগদ্ধাত্রী কাছে প্রার্থনা করা যাতে কৃষি কাজ ভালোমতো হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি কাজে বাধা হচ্ছে। তাই মায়ের কাছে প্রার্থনা কৃষি কাজ যেন ভালো মতো হয় সেই বিষয়ে তুলে ধরেছে এই পুজো মণ্ডপ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশের সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাধা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। প্রশাসনিক স্তরে পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। রাস্তায় পথ চলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় সাফল্যে মানবিক শান্তি। স্বামী–স্ত্রীর উভয়ের প্রচেষ্টায় সংসারে সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ২৪ বার ওঁ শুক্রায় নম পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ভাই–বোনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য। মামলায় নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ২২ বার প্রতিদিন ওঁ বুধায় নমঃ পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : অর্থের অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওঁ সোমায় নমঃ পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। গুরুজনের সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয় স্তোত্র পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজন থেকে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। অংশীদারী ব্যবসায় জটিলতা বৃদ্ধি, দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাই–বোনের সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি। গুরুজনের থেকে উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। ভ্রমণে বিপত্তি ঘটতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রম সত্ত্বেও শুভ ফল নাও পেতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওঁ নমো নারায়ণ ৪১ বার পাঠ করুন।

তুলা রাশি : দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে অর্থ পেতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রবার মহিলাদের দই–ভাত দিন।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি গৃহকর্মীদের দ্বারা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। স্বজনের থেকে প্রাপ্তি যোগ রয়েছে। পড়াশোনায় সাফল্যে বাধা। অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আটকে থাকা অর্থ ফেরৎ পেতে পারেন। মামলার নিষ্পত্তির সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ২৭ বার ওঁ ভোমায় নমঃ জপ করুন।

ধনু রাশি : প্রিয়জনের জন্য অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জমি–বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন পথে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বাধা। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলার প্রয়োজন। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২৪ বার ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ পাঠ করুন।

মকর রাশি : সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার কারণে পদোন্নতিতে বাধা। ব্যবসায় বিনিয়োগে প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থ উপার্জনের জন্য বিকল্প পথের সন্ধান। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার ওঁ মন্দায় নমঃ পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : ধর্ম আলোচনায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্মোন্নতি ও পদোন্নতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধা। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। বন্ধুর থেকে বিপত্তি। প্রশাসনিক স্তরে দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের ভোজন করান।

মীন রাশি : গুরুজনের অনৈতিক কাজকর্মে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। কোনো মামলা বা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। নথিপত্র বা মূল্যবান সম্পদের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক উপার্জন তুলনামূলক ভালো হওয়ার সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাই–বোনের সঙ্গে ঝামেলা তুঙ্গে উঠতে পারে।

প্রতিকার : গুরুবার বৃহস্পতি গ্রহের যজ্ঞ করুন।

কাজের খবর

স্টেট ব্যাঙ্কে ক্ল্যারিক্যাল ক্যাডারে ৮,২৮৩ চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ‘জুনিয়র অ্যাসোসিয়েটস (কাস্টমার সার্পোট অ্যান্ড সেলস)’ পদে ৮,২৮৩ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এবছর যাঁরা ডিগ্রি কোর্সে ফাইনাল বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় ডিগ্রি কোর্স পাশ হতে হবে ৩১–১২–২০২৩’র মধ্যে।

মাধ্যমিক পাশ প্রাক্তন সমরকর্মীরা আর্মি স্পেশাল সার্টিফিকেট অফ এডুকেশন বা, নেভি কিংবা এয়ারফোর্সের করেসপেণ্ডন্স সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর অন্তত ১৫ বছর আর্মড ফোর্সে চাকরি করে তাকলেও যোগ্য। ইংরেজিতে লিখতে ও পড়তে পারা দরকার।

যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষায় লিখতে ও কথাবার্তা বলতে পারলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে।

বয়স হতে হবে ১–৪–২০২৩’র হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম তারিখ হতে হবে ২–৪–১৯৯৫ থেকে ১–৪–২০০৩’এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও বি সি হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে অতিরিক্ত বয়সে ছাড় পাবেন। স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং করে থাকলে অতিরিক্ত বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ৬ মাসের প্রবেশন। মূল মাইনে : ১৭,৯০০–৪৭,৯২০ টাকা।

মোট শূন্যপদ : ৮,২৮৩টি। এর মধ্যে বেঙ্গল সার্কেলের পশ্চিমবঙ্গে ১১৪টি, (জেনা. ৪৭, ই ডব্লু এস ১১, তঃ জাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ৫, ও বি সি ২৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৫, প্রাঃ সঃ কঃ ১৬)। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ২০টি (জেনা ১২, ই ডব্লু এস ২, তঃ উঃ জাঃ ১, ও বি সি ৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃ সঃ কঃ ২)। সিকিমে ৪টি (জেনা.) এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১।

উত্তর–পূর্বাঞ্চল সার্কেলের অসমে ৪৩০টি (জেনাঃ ১৯০, ই ডব্লু এস ৪৩, তঃ জাঃ ৩০, তঃ উঃ জাঃ ৫১, ও বি সি ১১৬)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১৮, প্রাঃ সঃ কঃ ৬২, অন্যান্য ১২। অরুণাচল প্রদেশে ৬৯টি (জেনা ৩২, ই ডব্লু এস ৬, তঃ উঃ জাঃ ৩১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১৮, প্রাঃ সঃ কঃ ৬২, অন্যান্য ১২। অরুণাচল প্রদেশে ৬৯টি (জেনা ৩২, ই ডব্লু এস ৬, তঃ উঃ জাঃ ৩১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃ সঃ কঃ ৯, অন্যান্য ২। মণিপুরে ২৬টি (জেনাঃ ১৩, ই ডব্লু এস ২, তঃ উঃ জাঃ ৮, ও বি সি ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২, প্রাঃ সঃ কঃ ৩। মেঘালয় ৭৭টি (জেনা ৩৪, ই ডব্লু এস ৭, ও বি সি ৩, তঃ উঃ জাঃ ৩৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৪, প্রাঃসঃকঃ ১০, অন্যান্য ২। মিজোরামে ১৭টি (জেনাঃ ৯, ই ডব্লু এস ১, তঃ উঃ জাঃ ৭)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১, প্রাঃ সঃ কঃ ১, অন্যান্য ২। নাগাল্যান্ডে ৪০টি। ত্রিপুরা ২৬টি। ভুবনেশ্বর সার্কেলের ওড়িশায় ৭২টি। আহমেদাবাদ সার্কেলের গুজরাট ৮২০টি।

ব্যাঙ্গালোর সার্কেলের– কর্ণাটকে ৪৫০টি।

ভূপাল সার্কেলের মধ্যপ্রদেশে ২৮৮টি। ছত্তিশগড়ে ২১২টি। চণ্ডিগড়ে সার্কেলের – জম্মু–কাশ্মীরে ৮৮টি। হিমাচলপ্রদেশে ১৮০টি। পঞ্জাব ১৮০টি। চেন্নাই সার্কেলের – তামিলনাড়ুতে ১৭১টি। পুদুচেরী ৪টি। দিল্লি সার্কেলের– দিল্লিতে ৪৩৭টি। উত্তরাখণ্ডে : ২১৫টি। দিল্লি/চণ্ডীগড় সার্কেলের– হরিয়ানায় ২৬৭টি। হায়দরাবাদ সার্কেলের– তেলেঙ্গানায় ৫২৫টি। জয়পুর সার্কেলের – রাজস্থানে ৯৪০টি।

কেরলে সার্কেলের – কেরালায় ৪৭টি। লাক্ষাদ্বীপ ৩টি। লক্ষ্মৌ/দিল্লি সার্কেলের – উত্তর প্রদেশে ১,৭৮১টি। মহারাষ্ট্র/মুম্বাই মেট্রো সার্কেলের – মহারাষ্ট্র ১০০টি। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CRPD/CR/2023-24/27.

প্রার্থী বাছাইয়ের অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে ১ ঘন্টার ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে : (১) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় : ২০ মিনিট, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি –৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় ২০ মিনিট, (৩) রিজনিং এবিলিটি – ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় ২০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা হবে। প্রতিটি পেপারে নির্দিষ্ট কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে মেন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

মেন পরীক্ষায় ২০০ ১৯০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (১) জেনারেল/ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় ৩৫ মিনিট। (২) জেনারেল ইংলিশ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন সময় ৩৫ মিনিট। (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট – ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় ৪৫ মিনিট। (৪) রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউট ৬০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। সময় ৪৫ মিনিট। মোট সময় থাকবে ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা হবে। প্রিলি ও মেন দুই ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের প্রার্থীদের বেলায় ইংরিজি ও হিন্দি ছাড়াও বাংলা ভাষাতে প্রশ্ন হবে।

লিখিত পরীক্ষায় তপশিলী, ও বি সি ও প্রতিবন্ধীরা কোয়ালিফাই নম্বরে ৫% ছাড় পাবেন। মেধা তালিকা তৈরির সময় মেন পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখা হবে।

লিখিত পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে : পশ্চিমবঙ্গ : আসানসোল, দুর্গাপুর, গ্রেটার কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, শিলিগুড়ি।

বিহার : আড়া, ঔরঙ্গাবাদ (বিহার), ভাগলপুর, দ্বারভাঙা, গয়া, মজঃফরপুর, পটনা, পূর্ণিয়া।

ওড়িশা : বালাসোর, বেরহামপুর (গঞ্জাম), ভুবনেশ্বর, কটক, ঢেঙ্কানল, রৌরকেল্লা, সম্বলপুর।

অসমের ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, জোড়হাট, শিলচর, তেজপুর। ত্রিপুরার আগরতলা। মেঘালয়ের শিলং। মিজোরামের আইজল। ঝাড়খণ্ডের বোকারো স্টিল সিটি, ধানবাদ, হাজারিবাগ, জামশেদপুর, রাঁচী।

এছাড়া পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন ‘Acquaint Yourself’ পুস্তিকায়, যা লিখিত পরীক্ষার কল লেটারের সঙ্গে দেওয়া হবে।

তপশিলী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ‘প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং’ নিতে পারেন। এজন্য দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গা পূরণ করবেন। প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং হবে কলকাতা, শিলিগুড়ি, শিলচর, রাঁচী, পাটনা, ডিব্রুগড়, আসানসোল, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে : https://bank.sbi/careers, https://sbi.co.in/careers.

এজন্য বৈধ এলকটি ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীদের এইসব প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নিতে হবে। (১) পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার (২) বুড়ো আঙুলের ছাপ (লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন) (৩) এস বি আই অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিং সার্টিফিকেট (যদি থাকে)।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ (তপশিলী, প্রাঃসঃকঃ ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে টাকা জমা দিতে পারবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে। অনলাইনে টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কলকাতা মিউজিয়ামে ট্রেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়াম ‘ট্রেনি’ পদে লোক নিচ্ছে। আই টি আই থেকে কার্পেন্ট্রি, ফিটার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রনিক্স ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। কম্পিউটার সায়েন্সের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরাও যোগ্য। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা, কম্পিউটার সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েটরাও যোগ্য। স্টাইপেন্ড মাসে ১২,০০০/১৬,৫০০ টাকা।

শূন্যপদ : কার্পেন্ট্রি ৩টি, ফিটার ২টি, ওয়েল্ডার ১টি, ইলেট্রনিক্স ১টি, কম্পিউটার সায়েন্স ২টি।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি : 09/2023. দরখাস্ত করবে অনলাইনে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে https://ncsm.gov.in পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন (১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যায়িত নকল, (২) এখনকার তোলা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : ‘Application for Engagement of Trainee Carpenter/Fitter/Welder/electronics/Computer Science’ দরখাস্ত পৌঁছানো চাই এই ঠিকানায় : National Council of Science Meseums, Block-GN, Sector – V, Bidhan Nagar, Kolkata 700 091

শব্দবার্তা ২৭২

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। নির্বাক , বাক্যহীন ৪। ছোট খাট বিশেষ, ৫। সাসা ৬। (আল.) গোপন মৃত্যুফাঁদ ৭। পত্নী, স্ত্রী ৯। চন্দ্র ১১। স্বর্ণ, সোনা ১২। চালাক ও চটপটে।

উপর–নীচ

১। সংকীর্ণ পথ ২। কাটা ৩। কুঠারধারী ব্যক্তি ৪। খোলা ৬। কেবল দেখবার জন্য উৎকট মোহ ৭। বিপথগামী ৮। বাচনিক, মৌখিক ১০। ঘনিষ্ঠ।

সমাধান : ২৭১

পাশাপাশি : ২। অমিত বিক্রম ৫। রাখঢাক ৭। জবর ৯। অখল ১০। পদানত ১২। ঝরনা কলম।

উপর–নীচ : ১। আদরী ৩। মিঠেকড়া ৪। ক্রমবর্ধমান ৬। খবরা খবর ৮। উপকূল ১১। তনিষ্ঠ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

নাক ডাকা ভয়ংকর হতে পারে

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বিশাল নাসিকা গর্জনের শব্দে অন্যজনের বিনিদ্র থাকার কাহিনী প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রতি রাত্রে ঘটে চলেছে। এই নাক ডাকা একটি সাধারণ সমস্যা হলেও অনেক ক্ষেত্রে এর মধ্যে লুকিয়ে থাকে মারাত্মক অবসট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম এর মতো চিন্তাজনক ঘটনাও। এক্ষেত্রে মারাত্মক হল ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা। বাতাস নেওয়ার জন্য ঘুমের মধ্যে হাঁসফাঁস করা। অবশ্য নাক ডাকলেই যে অবসট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে সতর্ক হতে হবে। ঘুমের মধ্যে আমাদের মুখগহ্বর, তালুর পেশীগুলি শিথিল হয়ে যায়। আর শ্বাস নেওয়ার ফলে বাতাস সেই শিথিল পেশীগুলিতে কম্পনের সৃষ্টি করে। আর তার থেকেই সৃষ্টি হয় নাক ডাকার আওয়াজ। একইভাবে শ্বাস–প্রশ্বাস বিভিন্ন কারণে মুখ গহ্বরের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নাক ডাকার আওয়াজের কারণ হয়ে উঠতে পারে। নাকের ভিতরে কোন স্থানে প্রদাহ, নাকের হাড় বাঁকা (ডেভিয়েটেড নাসাল সেপটাম), সাইনাসের প্রদাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে গলার মধ্যে অতিরিক্ত মেদ জমে থাকলেও তা সাধারণ শ্বাস–প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে এবং নাক ডাকার প্রধান কারণ হয়ে উঠতে পারে। অনেক সময় ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বড় টনসিলও নাক ডাকার কারণ হতে পারে।

সাধারণত ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকার তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং একটা সময়ে দম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে আসে আর তখনই রোগী দম নেওয়ার জন্য হাসফাঁস করে ওঠে এবং ঘুম ভেঙে ধরফড়িয়ে উঠে পড়ে। এরপর আবার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস শুরু হয়ে যায়। ঘুমের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে এই ঘটনা ঘটে চলে। অনেক সময় স্লিপ অ্যাপনিয়ার সময় সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হার্ট ফেলিওরের মতো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। এই অবসট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। রোগীর পরিবারের সদস্যদের এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনেক সময় রোগীর পক্ষে ঘুমের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই পরিবারের সদস্যদের যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে রোগীর নজরে আনতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

যে সব কারণে শ্বাস–প্রশ্বাস মুখগহ্বরের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয় তা নির্ধারণ করতে হবে। নাসাল এন্ডোস্কোপি এবং এক্সরে পিএনএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার অবস্ট্রাকসানের কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব। এছাড়া পলিসমনোগ্রাফি বা স্লিপ টেস্টের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে ঘুমের বিভিন্ন স্টেজে শরীরের কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং শরীরে ঘুমের সময় অক্সিজেনের মাত্রা লক্ষ্য করা হয়।

যেহেতু নাক ডাকার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মেদ একটি উল্লেখযোগ্য কারণ তাই অবিলম্বে ওজন কমানো, জীবনশৈলীর পরিবর্তন, ধূমপান ও মদ্যপান পরিত্যাগ করা দরকার। এনলার্জড টনসিল, বাঁকা নাসাল সেপটাম, নাকের পলিপ ইত্যাদি সমস্যার নির্দিষ্ট চিকিৎসক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অবসট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া থেকে মুক্ত হতে হলে সি–প্যাপ (কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার) মেশিন নাকে লাগিয়ে ঘুমতে হবে। প্রথমে ব্যবহার করতে অসুবিধা হলেও আস্তে আস্তে রোগী অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং সুস্থ থাকবে।

দুয়ারে কোল ব্লক পোস্টার তৃণমূল কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়লা পাচারের তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ১৮ নভেম্বর দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় দুয়ারে কোল ব্লক লেখা পোস্টার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যাত্রী প্রতীক্ষালয়, রাস্তা সহ বিভিন্ন জায়গায় পড়েছিল এই পোস্টার। পোস্টারে লেখা রয়েছে – দুবরাজপুর থানার সালুঞ্চী ও পরতপুর গ্রামে বহাল তবিয়তে চলছে অবৈধ কয়লা পাচার। প্রতি দিনে ও রাত্রে হাজার হাজার টন কয়লা মজুত করেছেন শতাধিক পরিবারের বাড়িতে পরতপুর গ্রামের যশপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য আলেয়া বিবি ও তাহার আত্মীয়দের বাড়িতে হাজার হাজার টন অবৈধ কয়লা মজুত করেছে দুবরাজপুর থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার মিজানুর রহমান ব–কলমে কয়লা পাচারের সঙ্গে যুক্ত তাহার মামা পরতপুর গ্রামে শেখ আফসারের বাড়িতে কয়েকশো টন কয়লা মজুত রয়েছে।

অবৈধ কয়লা মজুত কারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে জানানো হবে বলে ওই পোস্টারে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। পোস্টারের শেষ লাইনে লেখা ছিল – যেহেতু আমরা তৃনমূল কর্মী তাই প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারছি না। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, অবৈধ কয়লা পাচারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা তদন্ত চাইছে। এই পাচারের সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্ব ও পুলিশ প্রশাসন যুক্ত।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৩জন কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা হল সাকিরুল ইসলাম মোল্লা,হাসানুর মোল্লা ও মনোয়ার হোসেন সরদার। ধৃতদের কাছ থেকে একটি বন্দুক ও তিন রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,শুক্রবার নির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে ক্যানিং থানার বিশাল বাহিনী হাটপুকিয়ার মানকের মোড় এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখানেই তিন কুখ্যাত দুষ্কৃতি রাতের অন্ধকারে একটি মাঠের মধ্যে বসেছিল এলাকায় দুষ্কর্ম করার জন্য। টহলদারী পুলিশকে দেখতে পেয়ে একজন দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। শেষরক্ষা হয়নি। পুলিশও দৌড়ে তিন দুষ্কৃতিকে ধরে ফেলে। ধৃতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

তালদিতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড পুড়ে ছারখার ৪ টি বাড়িঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের জনকল্যাণ মোড় সংলগ্ন এলাকায় সোমবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল ৪টি ঘর। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার অধিক।

বর্তমানে ৪টি পরিবার খোলা আকাশের নীচে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে তালদি জনকল্যাণমোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অঞ্জন ঘটকের বেশকিছু ভাড়ার ঘর রয়েছে। সেখানে ৪টি ঘরে ভাড়াটিয়ারা বসবাস করতেন।সোমবার রাতে আচমকা এক ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি দেখতে পায় এলাকার মানুষজন।দ্রুততার সাথে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় তারা। সেসময় এলাকায় লোডশেডিং ছিল। পাশাপাশি ক্যানিংয়ে দমকলকে খবর দেওয়া হয়। আগুনের লেলিহান শিখা একের পর এক ঘর গ্রাস করতে থাকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে অবশ্য চারজন ভাড়াটিয়ার বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পুড়ে যায় প্রয়োজনী নথিপত্র সহ গৃহস্থের সমস্তকিছুই। কিভাবে এমন ভয়াবহ আগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে অন্ধকারে এলাকার সাধারন মানুষজন সহ ভাড়াটিয়ারা। আগুনের কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল।

বাজির আগুনে জখম বালক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাজির আগুনে গুরুতর জখম হল বছর দশ বয়সের এক বালক। গত সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের হিঞ্চাখালি গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে বালক কুশল নাইয়া।বর্তমানে ওই বালক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে এলাকার বেশ কিছু যুবক বাজি ফাটাচ্ছিল। সেই সময় বাড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিল ওই বালক। আচমকা বাজির আগুন তার মুখে লাগলে দুর্ঘটনা ঘটে।চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে ওই বালক।কান্নার আওয়াজ শুনে তার পরিবারের লোকজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সাগর মেলা নিয়ে জেলাশাসকের সভা ও পরিদর্শন

প্লাস্টিক ও থার্মোকল মুক্ত মেলার জন্য নতুন উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ কে ১০০ শতাংশ সফল করার জন্য গত ৬ নভেম্বর সাগরে মেলা অফিসে জরুরি সভা করলেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। সঙ্গে ছিলেন জেলার সব অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং বিডিওরা। বিভিন্ন দপ্তরের লাইন অফিসাররাও এই সভায় সামিল হন। সম্প্রতি মহকুমা শাসক ও বিডিওদের বদলি হয়েছে। অনেকেরই মেলার অভিজ্ঞতা নেই। তাই জেলাশাসক নতুন বিডিও এবং এসডিওদের সাথে আলাপের পাশাপাশি মেলার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। জেলাশাসক এদিন মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন। বিশেষ করে কপিল মুনির মন্দিরের সামনে সমুদ্রতটে যেখানে ভাঙন হয়েছে সেই স্থানটির সংস্কারের খোঁজ খবর নেন। এদিনের সভায় কোনো জনপ্রতিনিধিদের ডাকা হয়নি। এমনকি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরাকেও সভায় দেখা যায়নি।

সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন প্রধান জানান, মেলাকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক মুক্ত করার জন্য কাগজের ঠোঙা বা প্যাকেট বানানোর জন্য হরিয়ানা থেকে সাগর কর্মতীর্থে নতুন মেসিন বসানো হয়েছে। শীঘ্রই উৎপাদন শুরু হবে।

চলন্ত বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার বাসন্তী থানার আমঝাড়া এলাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল ৪০ জনের বেশি বাসযাত্রী। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে ক্যানিং–ধামাখালি এসডি ৮৫ রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস যাত্রী নিয়ে ধামাখালি থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল। আচমকা বাসটির মধ্যে আগুন ধরে যায়। ধোঁয়ায় আতঙ্কিত হয়ে যাত্রীরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। চালক চলন্ত বাসটি আমঝাড়া পোল এলাকায় দাঁড় করায়। ততক্ষণে বাস সহ আসপাশের এলাকা ধোঁয়ায় ভরে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে সমস্ত যাত্রীদেরকে নিরাপদ ভাবে বের করে আনে। সেভাবে কেউ গুরুতর আহত হয়নি। পরে জানা যায় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বাসটিতে আগুন ধরে গিয়েছিল।

মাদক বিক্রেতার বাড়িতে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনের পর দিন সন্ধ্যা হলে ব্রাউন সুগার, গাঁজা সহ বিভিন্ন নেশার দ্রব্য বিক্রি করে সিউড়ি পৌরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের কাঁকরখাদ টাওয়ার এলাকার মীনা বিবি,পুতুল বিবি,কোহিনুর বিবি। পুলিশকে জানিয়েও মেলেনি সুরাহা। ১৫ নভেম্বর মাদক বিক্রেতার বাড়ীতে ভাঙচুর করে স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা সৌভিক রায় বলেন, সন্ধ্যা হলেই মা বোনেরা বেরোতে পারে না। মোবাইল চুরি হয়। পৌরসভার আলোগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান এসপি সাহেবকে জানিয়েছি তবুও সুরাহা হয় নি।

খচ্চরের আঘাতে জখম এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতটা খচ্চর কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের কালিপুর হাটতলা মোড় সহ আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। সোমবার সকালে হঠাৎ একটা খচ্চর মনতোষ সেন নামে এক যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুবকটি সিউড়ি নির্মলাদেবী নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় বাসিন্দা লাল্টু চক্রবর্তী বলেন, বনদপ্তরকে জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ।

গাছে ঝুলন্ত জোড়া দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে সিউড়ি মল্লিকগুনাপাড়া বাইপাসে মুড়িমিলের একটি গাছ থেকে এক নাবালক এবং এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আত্মহত্যা বলে ধারণা পরিবারের। খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতরা হল– সঞ্জয় ঘোষ (১৯) এবং সাধু কাহার (১৫)। সঞ্জয় রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। মৃত সঞ্জয়ের মা কল্যাণী ঘোষ বলেন, ছেলে ব্যাখড়ার নেশা করত, মোবাইল ছিনতাই করে জেল খেটেছিল। কী কারণে এইরকম করেছে বোঝা যাচ্ছে না। মৃত সাধু কাহারের জেঠু অমর কাহার বলেন, দুজনে একসঙ্গে থাকতো। ব্যাখড়ার নেশা করত। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায়।

জেনারেটরের গাড়ি নয়নাজুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুরন্ত গতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল রাস্তার পাশে নয়নাজুলিতে। মঙ্গলবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত চোরাডাকাতিয়া এলাকায়। গাড়ি উল্টে গেলেও বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন চালক। স্থানীয় সূত্রে খবর,সোমবার বাসন্তী থানা এলাকার একটি জলসা থেকে জেনারেটরের গাড়ি নিয়ে কলকাতার দিকে দ্রুত গতিতে ফিরছিলেন এক গাড়ি চালক। ভোর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়নাজুলিতে পড়ে যায়। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে যায় চালক। মঙ্গলবার দুপুরে নয়নাজুলি থেকে গাড়িটি তোলা হয়।

গোলাবাড়িতে মারামারি,জখম ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠলো ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ির সন্দেশখালি গ্রাম।দুপক্ষের মারামারিতে গুরুতর জখম হয়েছেন এক মহিলা সহ মোট চারজন।জখমরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনার বিষয়ে আক্রান্তরা ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। উল্লেখ্য গত শনিবার এলাকার একটি কালীপুজো উপলক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়েছিলেন। পরে সমস্যা মিটেও যায়।শুক্রবার সকালে কলে জল আনতে গিয়েছিলেন আকাশ সরদার নামে এক যুবক। অভিযোগ সেই সময় আচমকা জনা পনেরো লোক তাকে ধরে বেধড়ক মারধর করে।ঘটনার খবর পেয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় মোহিত সরদার,পুষ্কর সরদার,শ্যামলি সরদার'রা। অভিযোগ তাদেরকেও বেধড়ক মারধর করা হয়েছে।ঘটনায় গুরুতর জখম হয় চারজন। স্থানীয়রা তাদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সকলেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কেন আচমকা মারধর করা হয়েছে সে সম্পর্কে অন্ধকারে আক্রান্তরা। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি পুরাতন বিবাদের জেরে এমন ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে, ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শীতের শুরুতেই সুন্দরবন ভ্রমণে বাঘ দেখলেন পর্যটকরা

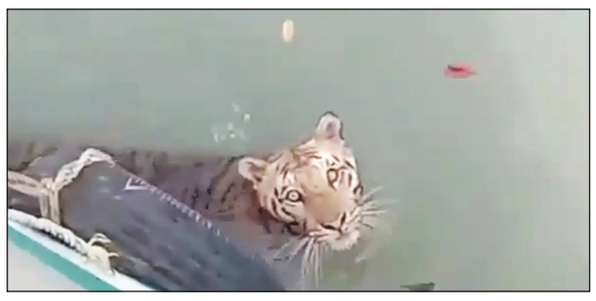

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের শুরুতেই একদল পর্যটক বাঘের দর্শন পেয়ে উল্লাসিত হলেন।জানা গিয়েছে গত ১৫ নভেম্বর ২২ জনের এক পর্যটক দল মেদিনীপুর থেকে আসে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য।পর্যটক দলটি কুলতলির কৈখালি থেকে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য রওনা দেয়।শুক্রবার বিকালে পর্যটক দলটি জলযানে চেপে যখন সুন্দরবনের বনিক্যাম্পের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময় সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নদী সাঁতরে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। পর্যটক দলটি আচমকা সুন্দরবনের রাজাকে নদীতে সাঁতার দিতে দেখে ক্যামেরা বন্দি করেন। উল্লেখ্য শীতের শুরুতেই রয়্যাল বেঙ্গল দর্শনে আগামীতে সুন্দরবনে পর্যটকদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

ডোমের অন্তিম যাত্রায় পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডোমের মৃত্যুতে শোকের ছায়া।অন্তিম যাত্রায় পুলিশ প্রশাসন। মৃতের নাম কার্তিক মৃধা(৪৫)। বিগত প্রায় এক যুগ ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসনের সাথে যুক্ত ছিলেন ডোম কার্তিক।যে কোন মৃত দেহ বহন করে নিয়ে আসার জন্য ডাক পড়তো কার্তিকের। গত প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন কার্তিক। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।কার্তিকের পাশাপাশি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী। তিনিও মৃত্যু শয্যায় শায়িত,হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার মৃত্যু হয় কার্তিকের। স্ত্রী হাসপাতালের শয্যায় শায়িত! পরিবারের অন্যান্য কেউই নেই। কে করবেন ডোমের সৎকার? যে ব্যক্তি দীর্ঘ প্রায় এক যুগ সমাজের কাজে কর্মরত ছিলেন, তিন হাজারেরও বেশি মৃতদেহ বহন করেছেন তাঁর সৎকার নিয়ে তৈরি হয় গুঞ্জন। তবে সেই গুঞ্জন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ডোমের মৃত্যুর খবর পৌঁছোয় ক্যানিং থানায় পৌঁছতেই আইসি সৌগত ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা নেন কার্তিকের সৎকারের। রীতিমতো সামাজিক মতে ডোমের মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে ক্যানিং বৈতরণী মহাশ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসনের তরফে। সেখানেই ১টা নাগাদ সৎকার হয়। উল্লেখ্য শ্মশানের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোস সহ অন্যান্য একাধিক পুলিশ অফিসার শ্মশান চত্বরেই ভারাক্রান্ত মনে ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন। যা এক বিরল ঘটনা। যেমনভাবে কার্তিকের মৃতদেহ সৎকার করা হয়েছে,ঠিক তেমনভাবে সামাজিক ধর্মীয় নিয়ম রীতি মেনেই পারলৌকিক ক্রিয়াও হবে বলে জানা গিয়েছে। ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ ডোম কার্তিকের সৎকার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। যা ক্যানিং মহকুমা এলাকায় বিরল।

বাংলাদেশী যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একটি ট্রলার কে ধাওয়া করে এক বাংলাদেশী যুবককে গ্রেপ্তার করল বনদপ্তর ও পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার অন্তর্গত বাগমারা কম্পার্টমেন্ট সংলগ্ন বাদামতলি খাল এলাকায়। ধৃতের নাম মোহাম্মদ শামীম খান। বাড়ি বাংলাদেশের বরকুনা জেলা,পশ্চিম দুপাটি গ্রামে। ধৃতদের কাছ থেকে বেশকিছু জামা–কাপড় উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের তরফে ধৃতকে বুধবার আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস জানিয়েছেন,মঙ্গলবার বনদপ্তরের একটি স্পীডবোট বাগমারা কম্পার্টমেন্ট সংলগ্ন বাদামতলি খাল এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় একটি বাংলাদেশী ট্রলার তাঁদের নজরে পড়ে। সন্দেহ হওয়ায় সেটিকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে। ট্রলার থেকে একজন বাংলাদেশী যুবককে গ্রেপ্তার করে। পাশাপাশি ট্রলার থেকে বেশকিছু পোশাক উদ্ধার হয় এবং ট্রলারটি বাজেয়াপ্ত করে বনদপ্তর। বনদপ্তরের তরফে ধৃত বাংলাদেশী যুবক সহ বাজেয়াপ্ত করা পোশাক আমাদের হাতে তুলে দেয় বনদপ্তর। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, তারা দুজন ছিল, একজন পালিয়ে গিয়েছে। কাকদ্বীপ বাজার থেকে নতুন পোশাক কিনে বাংলাদেশে ফিরছিল। ধৃতদের সঙ্গে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৪ যুবকের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন মা ও একরত্তি সন্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবাদে রয়েছে, 'রাখে হরি তো মারে কে?' তেমনই ৪ যুবকের তৎপরতায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরলেন মা ও তার কোলের একরত্তি শিশুপুত্র।এমন আশ্চর্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের মাতলা–ক্যানিং স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায়।জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের তালদি পঞ্চায়েতের আঁধলা গ্রামের বাসিন্দা গৃহবধু কুলসুম লস্কর শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল কোলের একরত্তি শিশুপুত্র। হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে ট্রেনে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন। রাত প্রায় ৭ টা নাগাদ ক্যানিংগামী চলন্ত ট্রেন থেকে মাতলা–ক্যানিং স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায় পড়ে যায় কুলসুম ও তার সন্তান। গুরুতর জখম হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় কাতরাতে থাকে কুলসুম।

অন্যদিকে, অক্ষত অবস্থায় তার কোলের সন্তান কাঁদতে থাকে। মুহূর্তে থেমে যায় ট্রেন। সেই সময় রাজু দাস, ছোট্টু, দানেশ সেখ সহ চারজন স্থানীয় যুবক গল্পগুজব করছিলেন। ট্রেন থামতেই তারা দৌড়ে আসে। তারা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে। আবার ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেনও ছেড়ে দেয়। চার যুবক কোন রকমে ট্রেনের গার্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আবার ট্রেন থামে। জখম মহিলা ও তার শিশুপুত্রকে উদ্ধার করে ট্রেনে তোলেন। ক্যানিং স্টেশনে নেমে তড়িঘড়ি তাদের কে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং

মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে ওই মহিলার বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করে দুর্ঘটনার খবর জানায় চার যুবক। বর্তমানে ওই মহিলা আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যদিও শিশুটির কোনো আঘাত লাগে নি। সে সুস্থ আছে। জখম মহিলার দাবি,কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করে ট্রেনে চেপে ক্যানিংয়ে ফিরছিলাম। কীভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়েছি মনে নেই। পরে দেখছি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে রয়েছি। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষদর্শী যুবক রাজু দাস জানিয়েছেন,'আচমকা ট্রেন থামতেই দৌড়ে গিয়ে দেখি অন্ধকারের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় এক মহিলা রেল লাইনের পাশে পড়ে রয়েছে। মাথা থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তার পাশে এক শিশু কাঁদছে,দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন! তড়িঘড়ি আমরা তাকে উদ্ধার করি। অন্যদিকে, চার যুবকের এমন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কুর্নিশ জানিয়েছেন গৃহবধু কুলসুম লস্করের পরিবার ও স্থানীয় দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের সদস্য তথা সমাজসেবী তন্ময় দাস (দীপু)। তন্ময় জানিয়েছেন,রাতের অন্ধকারে সহৃদয় চার যুবকের জন্য মহিলা ও তার সন্তান প্রাণে বাঁচলেন। চার যুবক তড়িঘড়ি মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ না করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

দেড় ঘন্টায় দু'টি ছিনতাই

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গত ৫ই নভেম্বর '৭৩ সন্ধ্যায় যাদবপুর থানার অন্তর্গত কেন্দুয়া রোডের উপর দেড় ঘন্টার মধ্যে দু'টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ যখন শ্রীঅলোক বড়ুয়া বাড়ী ফিরছিলেন তখন তাঁর বাড়ীতে ঢোকার মুখে ছয় সাতজন দুষ্কৃতকারী পাইপগান, ভোজালি ও পিস্তল তুলে ধরে তার হাতঘড়ি ও দশটা টাকা ছিনিয়ে নেয়। শ্রীবড়ুয়ার জিজ্ঞাসার উত্তরে তারা জানায়, আমরা বেকার ছিনতাই ছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নেই। পরে শ্রীবড়ুয়া চিৎকার করলে তারা ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনায় প্রকাশ, পূর্বোক্ত ঘটনার একঘন্টা পর কেন্দুয়া মেন রোডের উপর শ্রীবিধান বসুর ভাড়াটে শ্রীচ্যাটার্জীর বাড়ীতে ছয় সাতজন দুষ্কৃতকারী পাইপগান, পিস্তল ও ভোজালি দেখিয়ে শ্রীচ্যাটার্জীর কাছ থেকে চাবি ছিনিয়ে নেয় এবং আলমারী খুলে নগদ ৪৫০ টাকা, টাইমপিস, হাতঘড়ি, রেডিও নিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের পাখা ও বাসনপত্র নিয়ে যায়। যাবার মুখে সেই একই কৈফিয়ৎ দেয়– ''আমরা বেকার এ ছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নেই আমাদের।''

এই দুটি ঘটনার প্রায় আড়াই ঘন্টা পর দুজন পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে দুজন কনস্টেবল আসে এবং যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ ও জনসাধারণের কি করা উচিত এবং উচিত নয় এ সম্পর্কে ছোটখাট বক্তৃতা দানের পর পাশের ধানক্ষেতের এক বাসিন্দা সাইকেল রিক্সা চালক, চোলাই মদের প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাকে সন্দেহ বশতঃ গ্রেপ্তার করে এবং ছেড়ে দেয়। সংবাদে আরও প্রকাশ উক্ত এলাকায় দু–একমাস আগে আরও দু–তিনটি ভয়াবহ ও বড় রকমের ডাকাতি হয়েছে। পুলিশকে জানানো হলে কিছুদিন পুলিশী টহলের ব্যবস্থা করা হয়। পরে পুলিশী টহল উঠে গেলে আবার যে কে সেই ব্যবস্থা ফিরে আসে। উত্তরোত্তর এই ধরনের সামাজিক অপকর্ম বৃদ্ধিতে ঐ এলাকার মানুষ দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৭৩, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, শনিবার

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২৫ নভেম্বর –১ ডিসেম্বর, ২০২৩

নজরুলকে বিকৃত করা অপরাধ

এ আর রহমান একসময় রাতারাতি পাদ প্রদীপের তলায় চলে এসেছিলেন 'মা তুঝে সেলাম' কিংবা 'জয় হো' গান গেয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরমের অনুসঙ্গে সেদিন মা তুঝে সেলামকে দেশবাসী নিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের 'জয় হো' শব্দ দিয়ে তৈরি রণ সঙ্গীতকে রহমান সাহেব ব্যবহার করলেও সে দিন এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ হয়নি। এরপর গঙ্গা যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। নব্বই-এর দশকে তাঁর 'হাম্মা হাম্মা' গানটি রিমেক হওয়ায় তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন।

ইশান খট্টর এবং মৃণাল ঠাকুর অভিনীত বলিউডের 'পিপ্পা' ছবিতে সুরকার এ আর রহমান কাজি নজরুল ইসলামের কালজয়ী গান 'কারার ওই লৌহকপাট' গানটির রিমেক ব্যবহার করেছেন। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যে গান শক্তি মন্ত্রের মতো জড়িয়েছিল সেই গানের সুর, ছন্দকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করেছে বলে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন। এপার বাংলা ওপার বাংলার শিল্পীরা এ পর্যন্ত প্রতিবাদ করলেও সামগ্রিক ভাবে বুদ্ধিজীবী মহল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এখনো পর্যন্ত নীরবতা পালন করে চলেছেন। নজরুল ইসলামের বর্তমান প্রজন্মের মানুষজন এ আর রহমানের এই বালখিল্যপণাকে মেনে নিতে পারছেন না। রহমানকে নজরুল ইসলাম কি এই গানটি ব্যবহারের অধিকার দিলেও সুরের বিকৃতিকরণের অধিকার দিয়ে যাননি। নজরুল ইসলামের পরিবারের কথা ধরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ জিনিস অন্য রাজ্যে ঘটলে সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ হয়ে যেত।

বাংলার সঙ্গীত শিল্পীরা চেনা গানের এই অচেনা সুরে ক্ষুব্ধ। নজরুলগীতির চূড়ান্ত অসম্মান নিয়ে বাংলার সিনেমা মহল এখনো সরব হয়নি। অবশ্য এর আগে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসংগীতের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পর রবীন্দ্র সঙ্গীতের রিমেক এবং অতি কদর্য চিত্র রূপ বঙ্গবাসী দেখেছে। মৃদু প্রতিবাদ হলেও সে প্রদর্শন বন্ধ হয়নি।

এর আগে পরিচালক শ্যাম বেনেগাল তার নেতাজি সম্পর্কিত বায়োপিক 'বোস দ্যা ফরগটেন হিরো' ছবিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের রণসঙ্গীতকে বিকৃত করেছিলেন। ওই ছবি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হলেও তৎকালীন মনমোহন সরকারের কৃপা থেকে বঞ্চিত হন নি শ্যাম। সম্প্রতি সৃজিৎ মুখার্জী পরিচালিত 'গুমনামী ছবিতে আজাদ হিন্দের সুভাষজী' গানটি বিশেষ সুরে গেয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। একদা 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত' খ্যাত দেবব্রত বিশ্বাসের গানের বিচ্যুতির কারণে আকাশবাণী তাঁর গান নিষিদ্ধ হয়েছিল।

সাংস্কৃতিক জগতের কর্তা ব্যক্তিদের আরো বেশি সক্রিয় ও সচেতনতা প্রয়োজন। রাজনীতি, ধর্মের উর্দ্ধে উঠে ঐতিহ্যশালী সৃষ্টিকে বিকৃত ও ধ্বংস করার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাকে বন্ধ করতে প্রয়োজনে আইন প্রণয়ণ করা হোক। যে কোন ব্যক্তি তাদের গান, সিনেমাকে বিতর্কে এনে ব্যবসায়িক সাফল্য খুঁজে পাওয়ার হীন মানসিকতা থেকে যাতে মুক্ত হতে পারে।

কবি নজরুল ইসলামের এই গান বিকৃতি প্রশ্রয় পেলে আগামী দিনে অন্যান্য মাধ্যমেও সেই প্রবণতা বাড়বে। তীব্র নিন্দার ঝড় উঠুক সমস্ত মহল থেকেই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

সত্যি না হয়েও সত্যের মত প্রতীত হওয়ার এই প্রপঞ্চ প্রবাহাকারে অন্তহীন হলেও ব্যষ্টিজীব স্বীয় প্রচেষ্টশয় তা উচ্ছেদ করতে পারে। জীব ব্রহ্মাণ্ডপ্রপঞ্চকে আত্মার দ্বারা আত্মরূপে দর্শন করে তার অহংকারের জন্য। বুদ্ধি, অহংকার, মন, তন্মাত্র এই জড় গুলি চিৎশক্তির বিবর। রাম! তুমি চিৎশক্তির সেই গর্ত থেকে নজেকে উত্তোলিত কর। বাসনা-কর্ম-ভেদকল্পনা পরিহার করে চিদ্‌শক্তির প্রকৃত সত্তায় পর্য্যবসিত হও। গগনের পূর্বরূপ যেমন স্বচ্ছ, মেঘমুক্তিতে তেমন স্বচ্ছই হয়, মধ্যকালীন মেঘাবরণে তা যতই কলুষমুক্ত হোক না কেন! দৃশ্যের অবসান হলে তেমন ভাবেই বিশুদ্ধ চিৎশক্তির সত্তা উদিত হয়। রাম! তুমি প্রপঞ্চ হতে মুক্ত হয়ে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ কর যে, চিদ্‌সত্তা ও ব্রহ্ম একই।

চিদশক্তি স্বয়ংপ্রকাশ ও অপরিমিত। এই জগৎ তাঁর এক মায়াস্ফুরণ। অহংকার-বুদ্ধি-পঞ্চভূত, দিক ইত্যাদি বিভিন্ন আকারের জগতবৈচিত্র্য, তা চৈতন্যরচনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। অবসৃত হলে সেই জগৎ চিৎশক্তিতেই লীন হয়। যতদিন তার অপসারণ না হয়, ততদিন ভেদভাব থাকায় প্রপঞ্চময় জীব ক্ষুদ্র, পৃথক ও ব্রহ্ম হয়ে থাকে। চিৎশক্তিতে প্রারণ সংযুক্ত হয়ে ব্রহ্মই জীব আকারে বদ্ধ হয়। বদ্ধ জীবের বৈশিষ্ট্যে কর্ম ও কর্তৃত্ব সম্পৃক্ত থাকে। ক্রিয়াপ্রধান প্রাণহল কর্ম এবং চৈতন্যপ্রধান অহংকার হল কর্তা। কর্তারূপী অহংকার এবং তার কর্ম নিয়েই জীবভাব। তত্ত্বজ্ঞানে এই জীবভাব দূরীভূত হয়ে ব্রহ্মবোধ উপলব্ধ হয় বলে তত্ত্বজ্ঞজন উপলব্ধি না করতে পেরে জরা-ব্যধি-দুঃখের বন্ধনে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয়। হে রাম! মহাচিতের এই উৎসবমুখর জগতের মধ্যেও যে ভেদবর্জিত বিশুদ্ধ ভূবন বিদ্যমান, তা অনুভব কর এবং সকলই ব্রহ্মস্বরূপ, তা উপলব্ধি করে জ্ঞানসম্পন্ন হল।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

হাজারি লেবুর গাছ, পাতা নেই শুধু লেবু আর লেবু। সৃষ্টিকর্তার কি অপার বিস্ময়!!!

কালহরণের ইঁদুর কলে মামলা কাঁদে চোখের জলে

নির্মল গোস্বামী

আবার হতাশ হল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডিএ আন্দোলনকারী কয়েক লক্ষ সরকারি চাকরিজীবী ও শিক্ষককুল। তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ। এ যেন সিনেমার রিল থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবের কঠিন এক সত্যের জীবন্ত চিত্রনাট্য। কে কাকে অভিযোগ জানাবে। কে কার কথা শুনবে। এযেন 'কাকস্য পরিবেদনা'। ডিএ সরকারি কর্মচারীদের হকের পাওনা নাকি সরকারের ইচ্ছাধীন। এই একটা প্রশ্নের মীমাংসা করতে একটা জনকল্যাণ রাষ্ট্রের কত বছর সময় লাগা উচিত? রাজ্য স্তরের যত আদালত আছে তাদের রায় ডিএ কর্মচারীদের হকের পাওনা। যেহেতু আমাদের দেশে বিচারকের রায় নড়ে। তাই কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। যদি হাইকোর্টের রায় নড়ত, তাহলে সরকার সুপ্রিম কোর্টে যেত না।

আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থায় সকলেই যে ন্যায় বিচার পায় না, তা কিন্তু হলফ করে বলা যায়। কারণ নিম্ন আদালতের সব রায় হাইকোর্টে পুনরায় বিচার হয় না। হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় আবার ডিভিশন বেঞ্চে পাল্টায়। আবার ডিভিশন বেঞ্চের রায় সুপ্রিমকোর্টে পালটে যায়। যার অর্থবল নেই তিনি নিম্নআদালতের রায় মাথা পেতে নিতে বাধ্য হন। কে বলতে পারে নিম্ন আদালতের সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে বেকসুর ছাড়া পেয়ে যেতে পারত।

বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা সৎ নাগরিকের লক্ষণ নয়। তবুও চোখের সামনে ঘটে চলা ঘটনাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বিচার ব্যবস্থার ফাঁক ফোকর। পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলা বিভিন্ন মামলায় হাইকোট রায় দিচ্ছে, সুপ্রিম কোর্ট সেই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিচ্ছে। যেন আদেশ আর স্থগিতাদেশের লুকোচুরি খেলা চলছে। রাজ্যে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা সরকারি মদতে দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা নিয়ে তদন্ত করছে। বেশিরভাগ তদন্তই হাইকোর্টের নির্দেশে হচ্ছে। সন্দেহভাজন নেতা-মন্ত্রীরা যারা গ্রেপ্তার হচ্ছে রাজ্যের কোর্টে জামিন পাচ্ছে না ওই সব ব্যক্তিরা কিন্তু সুপ্রিমকোর্টে জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এই যে দুই কোর্টে দু'রকম রায় এতেই মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছে যে, সব রায় কি আইন সম্মত নাকি বিচারকদের মর্জি মতো? সারা দেশে যেখানে যত কোর্ট আছে সব কোর্টেই ভারতীয় সংবিধান ও দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচার হয়। কোন অপরাধের কি শাস্তি হবে তা লিখিত আছে। প্রশ্ন হল তাহলে দুই কোর্টে দুই রকম রায় কেন একই অপরাধীর ক্ষেত্রে?

কামদুনির নৃশংস ধর্ষণের ঘটনায় সারা পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজপথ মুখরিত

হয়েছিল। সেই মামলার রায় বের হতে ১০-১২ বছর কেটে গেল। তারপর নিম্ন আদালতের ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত আসামীরা কেউ ছাড়া পেল কারো জেল হল উচ্চ আদালতের রায়ে। উচ্চ আদালতের পর্যবেক্ষণ হল দোষীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ নেই। খুব ভালো কথা। তাহলে নিম্ন আদালতের বিচারক কি চোখ বন্ধ করে রায় দিয়েছিল? বিচারকের এত বড় ভুল তো ক্ষমার অযোগ্য। এক্ষেত্রে তো বিচারকের চাকরি যাওয়া উচিত। এই যে বিচারকের দীর্ঘ সূত্রীতা এর পিছনেও সরকারের উদ্দেশ্য কাজ করে। যেমন কামদুনির ধর্ষণ কাণ্ডে মেয়েটির উপর এত অত্যাচার হয়েছিল যা দেখে মানুষ শিউরে উঠেছিল। তার পা বরাবর চিরে দিয়েছিল দুষ্কৃতিরা। যাতে না চিৎকার করতে পারে তার জন্য তার মুখে তারই মাসিকের কাপড় গুঁজে দিয়েছিল। সমস্ত খবরের চ্যানেলে চ্যানেলে অত্যাচারের কথা প্রচারিত হয়েছিল। এখন বারো বছর পর জনগণ জানতে পারল পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মেয়েটির শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধর্ষণের কারণে অতিরিক্ত রক্তপাত জনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। একটি মেয়েকে চার পাঁচজন মিলে ধর্ষণ করছে অথচ তার উপর নাকি শারীরিক অত্যাচার হয়নি, তাই ফাঁসি রেহাই। তবে কি গণ ধর্ষণ শারীরিক অত্যাচারের মধ্যে পড়ে না। তবে কি খুনেরও প্রকার ভেদ আছে? ধর্ষণ করে খুন, বুকে কিল মেরে কুন। গুরি করে খুন, ছুরি মেরে খুন, গলায় ফাঁসি দিয়ে খুন এই সব প্রত্যেক খুনের জন্য কি আলাদা আলাদা শাস্তির বিধান আছে আমাদের সংবিধানে? যাই হোক এই যে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই তা যদি এক দু'বছরের মধ্যে প্রকাশ পেত তাহলে জনগণ সহজেই ধরে ফেলত যে রিপোর্ট ভুল। কথায় আছে জনচিত্ত খুবই দুর্বল। সহজেই জনগণ অনেক কিছু ভুলে যায়। এক্ষেত্রে ১২ বছর পর জনগণও আর পূর্বের মতো সক্রিয় হবে না। তাই ভুল রিপোর্ট নিয়েও ততটা হইচই হবে না সরকার এটা জানে তাই মামলা এত সময় হরণ করে। এই সময় হরণ করাটাও বিচার প্রক্রিয়ার একটা অংশ যা সরকার সচেতনভাবে চায়।

কথায় আছে বিলম্বিত বিচার, এক ধরনের অবিচার। এই অবিচার নিরসনের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে কোন সরকারই কোনো চেষ্টা করে নি। যদি কোনো সরকার বিচারের বাণী যাতে বছরের পর বছর ধরে গুমরে না কাঁদে তারজন্য সত্যিই সচেষ্ট হত তাহলে সর্বাগ্রে বিচারকের শূন্যপদ পূরণ করত। প্রয়োজানুসারে লোয়ার কোর্টে বিচারের পরিধি বাড়াত। তা কিন্তু নয়। যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মামলার পাহাড় জমে রয়েছে বিভিন্ন আদালতে। আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়, যত কাল হরণ হয় মামলাকারীর তত খরচ বাড়ে। দিনের পর দিন উকিলের ফিস দিয়ে যেতে হয় মামলাকারীকে।

সব খুনই ব্যক্তি স্বার্থে হয়, রাজনীতির রঙে আসল সত্য ঢাকা পড়ে

উজ্জ্বল গোঁসাই

জয়নগরের ডাকসাইটে দাপুটে তৃণমূল নেতা খুন এবং তারপর দলুয়াখাকি গ্রামে একদল উন্মত্ত জনতার তাণ্ডবে ১০-১৫টা বাড়ি ঘর জ্বালানো হল, ভাঙচুর হল, লুটতরাজ চলল। বাসিন্দারা প্রাণ ভয়ে ছুটে প্রাণ বাঁচাল। এযেন বগটুইয়ের ট্রু কপি। শুধু প্রাণহানিটা হয়নি এই যা। এবং সংশ্লিষ্ট থানার ওসি এই জন্য গর্বিত। এর সংসার পুড়েছে। মাথার ছাদ চলে গেছে। গৃহস্থলির হাঁড়িকুড়ি বাসনকোষণ সব ভেঙেছে। টাকা পয়সা সোনাদানা সব হয় পুড়েছে নয় তো লুঠ হয়েছে। থাকার মধ্যে আছে শুধু পোড়া ছাই আর গুমরে গুমরে বের হওয়া ধোঁয়া। হতদরিদ্র মানুষগুলো সব হারাল, তবুও নাকি ঘটনা ছোট। প্রাণহানি হয়নি এটাই প্রশাসনের কৃতিত্ব। সরকারি কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন ক্ষমতার মদে অন্ধ হয়ে গেছে। বা তাদের কর্তব্যকর্ম ভুলে গেছে, তাই এমন মন্তব্য করতে পারল। ওই হতদরিদ্র মানুষগুলোর মনে পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে যে আস্থা ছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। খাকি উর্দ্দির সম্মান যে ধুলোয় লুটালো সে বিষয়ে খোঁজ খবর রাখার মতো বোধবুদ্ধি বোধহয় আজকালকার পুলিশ প্রশাসনের নেই। যাদের রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাদের রক্ষা করতে পারল না। কর্তব্যহীনতার ছবি সারা রাজ্যজুড়ে সর্বত্র ফুটে উঠেছে। একবার একটা ঘটনা ঘটে, রাজ্যজুড়ে হইচই হয়, আলোচনা করে। মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যায়। মিডিয়া ক্ষতিগ্রস্তরা কেমন আছে সে সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়। ঘটনা এবং ঘটনার অভিঘাত তৃণমূলের অতলে তলিয়ে যায়। শাসকদল বলে এটা বিচ্ছন্ন ঘটনা। শাসকের দাবি মানা যেত যদি একটাতে শেষ হত। কিন্তু ঘটনার শেষ তো হয় না। ক্রমেই ঘটনার পুর্নরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। বঙ্গের রাজনীতিতে হিংসার শেষ নেই। এই তো দক্ষিণ ২৪ পরগনার পর উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলের প্রধান খুন হল বোমার আঘাতে। তবে সেখানে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভাঙচুর বা লুটতরাজ চলেনি। প্রশ্ন হল বঙ্গের রাজনীতিতে 'হিংসা' 'শেষ হয়েও হয় নাই শেষ'। শেষ হচ্ছে না এই জন্য যে এখানকার রাজনীতির কারবারীরা বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল চায় নি এবং প্রশাসনও রাজনীতির আনুগত্যের বাইরে বের হয়ে হিংসারোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয় বলে। রাজনীতি আর প্রশাসন একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে উভয়ের মধ্যে যে কেউ এই হিংসার পরিবেশের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে। রাজনীতি যদি চায় তাহলে প্রশাসনও তাই চাইতে বাধ্য হবে। কারণ সরকারি নীতিই প্রশাসন কার্যকরী করে। ফলে সরকারি নীতির বাইরে গিয়ে প্রশাসন

বেশি কিছু করতে পারবে না। সরকারি ইচ্ছায় মূলত হিংসার পরিবেশ পরিপুষ্ট হতে পারে। আবার উল্টো দিকের কথায় বলা যায় যে প্রশাসন যদি মনে করে যে তারা সংবিধান প্রদত্ত আইনের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু করবে না। বা অনায্য কোনো সুযোগ সুবিধা সরকারি দলকে তারা নিতে দেবে না– তাহলেও হিংসার পরিবেশ দূর হতে পারে। কারণ আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা নেতাদের নেই, আছে প্রশাসনের হাতে। প্রশাসন যদি শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা দু'চারজন গুণ্ডা বদমাইসদের ধরে জেলে পুরে দিতে পারে তাহলেই আর সব দুষ্কৃতিকারীরা গর্তে ঢুকে যাবে। পুলিশ প্রশাসন জনগণের আস্থা ফিরে পাবে এবং খুব সহজেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবে। আইনের শাসন পুলিশ প্রশাসনই পারে কায়েম করতে। রাজনীতির বাধা গুলোও তা অতিক্রম করতে পারে প্রশাসন। কাউকে তো এগিয়ে আসতে হবে আইনের শাসন কায়েম করতে। হয় প্রশাসন নয় রাজনীতি। আমাদের রাজ্যের দুর্ভাগ্য যে প্রশাসন এবং রাজনীতি উভয়ে মিলে আইনের শাসনকে ধ্বংস করতে কোমর বেঁধে নেমেছে। তাই একই ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটে চলেছে। বিরোধী দল শুধু নয়, দলের মধ্যেও যারা বিরোধী তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও, বেঘর কর, ভোট দাওনি, তবে তো থাকতে পারবে না বাড়িতে। অন্যদল করেছে, বাজারে তোমার দোকান খোলা যাবে না, ভোট জরিমানা না দিলে। অথবা নাকখত দিয়ে ঝাণ্ডা হাতে মিছিলে হাঁটতে হবে। প্রশাসন সক্রিয় এবং নিরপেক্ষ নয় বলেই শাসকদল যা ইচ্ছা তাই করে পার পাচ্ছে এবং পরেরবারে আরো বেশি করে করতে সাহসী হচ্ছে।

মনের দুকূল ছাপিয়ে হিংসার স্রোত বইছে মানুষের মনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। আর হিংসার আগুনে বাতাস দিচ্ছে আর্ব্বচীন কিছু নেতারা বা দলের মুখপত্ররা। তৃণমূলের নেতাকে মেরে কি তৃণমূলকে শেষ করা যায়? তৃণমূলের উন্নয়নই যদি ভোট ব্যাঙ্ক হয়। তাহলে স্থানীয় একজন সভাপতি বা প্রধানকে মারলেই বিরোধীরা পায়ের তলায় মাটি পেয়ে যাবে? সাধারণ জ্ঞান বলে যে উল্টে খুনিরা আরো জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। রাজনীতির পোড় খাওয়া নেতারা এই সহজ সরল সত্যটুকু বোঝে না! বা জনগণও কি বোঝে না। খুন করে কি সংগঠন বাড়ানো যায়? আর বিরোধী দলের অপরাধীরা কি ছাড়া পাবে শাসক দলের নেতাদের মেরে? তার হয় যাবৎজীবন জেল না হয় ফাঁসি হবে। এই সাজা হবে জেনে বুঝে সুজনের কথায় কি কান্তি গাঙ্গুলীর কথায় কেউ কেন তৃণমূলের নেতাকে খুন করতে যাবে? এতো বোকা দলের কর্মীরা। তাই যদি হয় তাহলে তো মানতে হয় যে নীতি আদর্শ বা উন্নয়নের কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে দল জিতছে না। দল কোনো এক স্থানীয় নেতার গুণ্ডাগিরির জন্য জিতছে। তাই বিরোধী দল ভাবল যে ওই পার্টির পদাধিকারী গুণ্ডাকে খুন করে দিলেই তাদের দখলে আসবে এলাকা! জনগণের কোনো ভূমিকা নেই?

এই যে অবাস্তব যুক্তি, এর ফলে অপরাধীরা মনে আরও সাহস পাচ্ছে। রাজনীতির রঙে অপরাধের আসল রঙ তো প্রকাশ পাচ্ছে না। মনে রাখতে হবে দেবতা-দানবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে ছিল 'অমৃতের' ভাগ নিয়ে। সেই যুদ্ধ আজও চলছে। কে মানুষের সেবা করবে তারজন্য খুন খারাপি। এটা হাস্যাত্মক বিষয়। কে মানুষকে লুট করবে তাই নিয়ে মারামারি এটাই স্বাভাবিক বিষয়। যতখুন তা দলের মধ্যেও হোক আর দলের বাইরেই হোক সব খুনের পিছনে স্বার্থসিদ্ধির গোপন লালসাই কাজ করে। কোনো রাজনীতির অনুপ্রেরণায় রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুন হয় না। অপরাধ চাপা দেওয়ার সহজ পথ হল রাজনীতির রঙে দাগিয়ে দাও। সেই কাজ-ই বারবার হচ্ছে বঙ্গে এবং হয়েও যাবে। এর শেষ কোথায়?

দেশ দেশান্তরে

যুদ্ধ বিরতির আশা

প্রণব গুহ

গাজা শাসনকারি হামাসের জঙ্গিপনা ঠাণ্ডা করতে ইসরায়েল যে আক্রমণ করছে তার ৪৭ দিন অতিক্রান্ত। যারা প্যালেস্টাইনের হয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল তারা সব এখন চুপ। এমনকি যে রাষ্ট্রপুঞ্জ বৈঠক ডেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তারাও ইসরায়েলের প্রতাপের কাছে হার মেনেছে। আসলে জঙ্গীপনার সমর্থনে কোনোভাবে কারোরই পাশে দাঁড়ানো উচিত নয়। একথায় বিশ্বাস করে ভারতও। কারণ ইসরায়েলের মতো ভারতকেও সারা বছর ধরে জঙ্গী মোকাবিলায় ব্যস্ত থাকতে হয়। বোঝা গেল শক্তিশালী না হলে এই বিদ্বেষের পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মুশকিল। ইসরায়েল নিজেকে শক্তিশালী করতে পেরেছে বলেই তাবড় দেশকে নতজানু করতে পেরেছে।

এখন ইসরায়েলকে পদলেহন করতে হচ্ছে যুদ্ধবিরতির জন্য। অজুহাত বন্দিমুক্তি। আশা করা হচ্ছে ইসরায়েল চারদিনের জন্য বিরতি মানতে পারে এবং কয়েকজন বন্দিকে ছাড়তে পারে হামাস। অবশ্য ইতিমধ্যে গাজা প্রায় ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় দফায় আরও কিছু বন্দি ছাড়ার কথা। আবার ইসরায়েলের হাতে প্রায় ১৭০০ গাজাবাসী আটক হয়ে জেলে বন্দি। তাদেরও মুক্তি চায় হামাস। কিন্তু তারা মুক্তি পেলেও আজ তাদের ঘরবাড়ি, স্বজন কিছুই হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে এই যুদ্ধ বিরতির কারিগর কাতার চেয়ে রয়েছে ইসরায়েলের দিকে। অবশ্য ইসরায়েল যুদ্ধ বিরতির ক্ষেত্রে হামাসকে কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছেনা।

তবুও কাল থেকে যুদ্ধ বিরতির সম্ভাবনা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। যদি তা হয় তবে নিঃসন্দেহে চাপ বাড়বে হামাসের। এতটুকু বিশ্বাসভঙ্গ ইসরায়েলকে আরও ১০০ গুণ আক্রমণাত্মক করে তুলতে পারে। যদিও হামাস নির্মূলের যে পণ ইসরায়েল করেছে তা পূর্ণ করতে তারা বদ্ধপরিকর।

আর একটা বিষয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে যুদ্ধ বিরোধী অবস্থানে ভারতের সই না করার সিদ্ধান্ত একেবারে সঠিক ছিল। বিরোধী যারা এতদিন সমালোচনা করছিল তারা সম্ভবত জবাব পেয়ে গিয়েছেন। এটাই শিক্ষা, নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে জঙ্গী সংগঠনের পাশে দাঁড়ানো চরম মূর্খামি। ভারত তথা আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি চিরকাল জঙ্গীপনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মদত দিয়ে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে এনেছে। আজও কাশ্মীর আমাদের ভোগাচ্ছে। তবে আজকের ভারত মুখ বদলেছে।

পাঠকের কলমে

খেয়া পারাপারে কড়া নজরদারি জরুরি

যাতায়াত ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল নদীপথ। আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক রাজ্যও এই যাতায়াত ব্যবস্থার বাইরে নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ নদীপথেই একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে নিত্য যাতায়াত করে থাকে। বিভিন্ন নদীপথে যাত্রীদের এই যাতায়াত ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্ন করতে এবং সুরক্ষিত রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইজারাদারদের একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সামগ্রীকভাবে প্রশাসনিক যাবতীয় নির্দেশকে উপেক্ষা করে চলার প্রবণতাই সর্বাধিক। যথাবিহিত নিয়ম মেনে খেয়াঘাটগুলি নিয়মিত সংস্কারে কর্তৃপক্ষ উদাসীন।ফলে বেহাল খেয়াঘাটে প্রতিনিয়ত বিপত্তির আশংকা থেকেই যায়। এর উপর অধিক মুনাফা আয়ের কারণে নৌকায় মাত্রাতিরিক্তভাবে যাত্রী সহ মালপত্র এবং ছোটোখাটো যানবাহন তোলার ঘৃণ্য মানসিকতা

তো রয়েইছে। এই মাত্রাতিরিক্ত লোডের কারণে একাধিকবার নৌকাডুবির ঘটনার নজির এরাজ্যে কম তো নেই। এরই পাশাপাশি আবালবৃদ্ধবনিতা নৌযাত্রীদের সুরক্ষার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে লাইফ জ্যাকেট ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কার্যত কোনওভাবেই মানা হয় না। নদী পারাপারের সময় বেশিরভাগ জায়গাতেই যাত্রীদের কোনওপ্রকার টিকিট দেওয়া হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোনওপ্রকার প্রমাণ ছাড়াই যাত্রীরা নদী পারাপার করতে বাধ্য হন। তাছাড়াও নৌযাত্রা সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে খেয়াঘাট কর্তৃপক্ষের তরফে নৌকাগুলিতে যাত্রীদের হাতে লাইফ জ্যাকেটও দেওয়া হয় না বললেই চলে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকায় সাধারণ নৌকাগুলিতে একপ্রকার প্রাণ হাতে করেই যাত্রীদের নদী পারাপার করতে হয়। যাত্রী সুরক্ষার জন্য খেয়াঘাটগুলিতে প্রশাসনিক কড়া নজরদারি জরুরি।এই নজরদারির অন্যতম অংশ হিসেবে কিছু কিছু খেয়াঘাটে অবশ্য জল সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন থাকলেও তাঁরা কর্তব্য পালনে কতটা আন্তরিক তা নৌযাত্রীদের অজানা নয়। অথচ প্রশাসন যাত্রী সুরক্ষার কার্যত যাবতীয় দায়িত্ব এই সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাঁধে সঁপে দিয়েই নিজেদের কাঁধ থেকে দায়ভার একপ্রকার ঝেড়ে ফেলেছে। বিভিন্ন এলাকার খেয়াঘাটগুলিতে নজরদারির ব্যাপারে প্রায়শই প্রশাসনের যে উদাসীনতা চোখে পড়ে তা এককথায় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক! এই উদাসীন মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

তপন দেবনাথ
সমুদ্রগড়, পূর্ব বর্ধমান

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

পড়ুয়াদের হাতে শীতবস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবার দুপুর দেড়টা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের রবীন্দ্র অডিটোরিয়ামে এলাকার প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শতাধিক ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে শীতের পোশাক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও আরসিসিআইআইটি–র পক্ষ থেকে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ক একটি কর্মশালা বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ তথা কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি বাপি হালদার, প্রাক্তন উপাচার্য এবং আরসিসির ডিরেক্টর ড: এস রায় চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর পারিজাত চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টজনেরা। বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন নবনিযুক্ত সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মথুরাপুর ১ নং ব্লক।

স্বপ্নাদেশ পেয়ে জগদ্ধাত্রী পুজো হল চক্রবর্তী বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার বনেদি শুভাশিস চক্রবর্তীদের বাড়িতে ধারাবাহিকভাবে জগদ্ধাত্রী পুজো হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা বন্ধ হয়ে যায় নানা কারণে। প্রায় ২২ বছর ধরে পুজো বন্ধ ছিল।

এবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে দুর্গা পুজোর পর নাট্য পরিচালক শুভাশিস চক্রবর্তীর ছেলে ঋক চক্রবর্তী স্বপ্ন দেখেন যেন মা জগদ্ধাত্রী বলছে– আমাকে আবার তোদের বাড়িতে নিয়ে আয়। ঋকের মাও স্বপ্নে একই আদেশ পান। শুভাশিস বাবু বলেন, দুজনের মুখে এই স্বপ্নাদেশের কথা শুনে খুব ব্যাকুল হই। সন্ধ্যের সময় বাড়ির সামনেটায় রজনীগন্ধা ও চন্দনের গন্ধ পাচ্ছিলাম। একটু সমস্যা ছিল আয়োজন করার, তবুও ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, মাকে নিয়ে আয় সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কালীপুজোর পর শেষ লগ্নে সিদ্ধান্ত নিলাম আবার জগদ্ধাত্রী পুজো করব। প্রতিমা বানিয়ে নবমীর দিন নিয়ম রীতি মেনে মায়ের পুজো করলাম। কুমারী পুজোও করা হয়। নবমীর শেষ লগ্নে মায়ের চোখে বিদায়ের অশ্রু দেখে চক্রবর্তী দম্পতিরও চোখে জল। তবে মায়ের পুজো করে তাদের মন পরিতৃপ্ত।

বিরসা মুন্ডার জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যান ও আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে বুধবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের গোসাবা ব্লক ময়দানে পালিত হল মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার ১৪৮ তম জন্ম দিবস। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সুন্দরবন উন্নয়ণ মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা,জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মন্ডল,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল,জেলাপরিষদ সদস্যা শঙ্করী মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা মুন্ডার আত্মজীবনী জনসমকক্ষে তুলে ধরেন মন্ত্রী সহ অন্যান্যরা।

নৈবেদ্য : ৭৯ তম বর্ষে চেতলার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব হিন্দ সংঘ তাদের শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত করে বিগত কয়েক বছরের মতো রক্তদানের মাধ্যমে। শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপহার ছাড়াই রক্তদান করেন বহু মানুষ। সহযোগিতায় ছিল রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান।

পরিকাঠামোর অভাব প্রকট

প্রথম পাতার পর

ঐ রাস্তাগুলো ঢালাই হলে ভালো হয়। সমুদ্রের নদী বাঁধ কংক্রিটের হলে এবং বাঁধে বসার জায়গা হলে, পর্যটকরা খুশি হবেন। পাতিবুনিয়া ফেরিঘাট থেকে চিনাই নদীতে যন্ত্রচালিত ভুটভুটি চলাচল করে। দেখা গেল ভুটভুটিতে কোনো লাইফ জ্যাকেট নেই। নেই মাথা ছাওয়ার ব্যবস্থা। বৃষ্টির সময় বা নদীতে বেশি ঢেউ থাকলে পর্যটকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আমাদেরও সেই অবস্থা হয়েছিল। স্থানীয় যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দবোধ করলেও কলকাতা বা অন্য অঞ্চলের পর্যটকরা খুবই সমস্যায় পড়েন। এখানে বড় লঞ্চের ব্যবস্থা হলে আরো পর্যটক মৌসুনী আইল্যাণ্ডে আসবেন। এ ব্যাপারে সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, মৌসুনী আইল্যাণ্ডে বিভিন্ন ঢালাই রাস্তা এবং কংক্রীটের নদী বাঁধ ধীরে ধীরে করা হচ্ছে। আর লঞ্চের ব্যাপারে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি অবশ্যই ভাববেন।

আদালতের সময় সারণী

প্রথম পাতার পর

গত মাস দুয়েক ধরে তার সামান্য একটি ভয়েস স্যাম্পেল পর্যন্ত নেওয়া যাচ্ছে না। এই মামলায় শেষবেলায় যুক্ত হওয়া 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' কোম্পানির কর্ণধাররা এজেন্সির ডাকে কর্ণপাতও করছেন না। ইতিমধ্যে যারা এই মামলায় জেল খাটছেন তারাও ক্রমশ অসুস্থতার দিকে এগোচ্ছেন। কে কবে হাসপাতালের চৌহদ্দিতে গিয়ে উঠবেন তা বলা বড় শক্ত। এর উপর আরও নতুন নতুন তদন্তের মামলা এসে ঘাড়ে পড়ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির। স্বভাবতই পুরনো মামলা অনেকটাই গতি হারাচ্ছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট নির্ভর করছে অপরাধীদের স্বীকারোক্তি ও তলবী সাক্ষীদের মর্জির ওপর। এমন একটা জটিল আবহে আগামী দু মাসে তদন্ত শেষ করা কি আদৌ সম্ভব? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। শীর্ষ আদালতের সময় সারণী বলে দিচ্ছে দুই যুক্ত ছয়, মোট আট মাসের মধ্যে যদি নিয়োগ মামলার নিষ্পত্তি হয় তাহলে তা গিয়ে পড়বে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে। অর্থাৎ নির্বাচনের আগেই এই মামলার ফলাফল রাজনৈতিক পরিসরে কতটা ছায়া ফেলবে তা সহজেই অনুমেয়। এটাও নাকি বঙ্গবাসীকে বিশ্বাস করতে হবে যে, এই মামলা শেষ করে দলগুলি নির্বাচনে যাবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অপরাধ এবং তার তদন্তের পর্দার পিছনে চলছে এক গভীর রাজনৈতিক খেলা যার হদিশ পাওয়া এতো সহজ নয়। অবশেষে যদি আদালতের সময় সারণী লঙ্ঘিত হয় তাহলে এ বাংলায় বাঙালির কলঙ্কমোচন দূরঅস্ত।

গ্রীন বাজিতেই

প্রথম পাতার পর

অনেককেই লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও লাইসেন্স দেওয়া হবে। পুলিশী ঝঞ্ঝাট কেউই পছন্দ করছে না। বাজি বানাতে গিয়ে আর যেন কোথাও রক্ত না ঝরে। আসুন সবাই গ্রীন বাজিতেই আনন্দ উৎসব করি। বাজি হাব প্রসঙ্গে শুকদেব বাবু বলেন, বজবজের নন্দরামপুর মৌজায় বাজি হাব তৈরির জায়গায় কাজ চলছে। আশা করা যায় ১ বছরের মধ্যে বাজি হাব গড়ে উঠবে।

আজও অবহেলিত লাউগ্রাম পশপুরের শিল্পী

প্রথম পাতার পর

এবং ওইসব বাদ্যযন্ত্র গুলি সম্পর্কে তার ধারণা যে কত স্পষ্ট বোঝা গেল তার কথায়। তিনি বলেন,মোট দ্বাদশ(১২) স্বর আছে যেগুলির দ্বারা সঙ্গীত জগৎ পরিচালিত হয়। তার মধ্যে শুদ্ধ স্বর সাতটি ,পাঁচটি বিকৃত স্বর। এই দ্বাদশ স্বরকে কন্ট্রোল করে যে,তার নাম তানপুরা। তানপুরা ও সেতার এর মধ্যে তফাৎ সম্পর্কে বললেন তানপুরা তৈরিতে লাগে বড় লাউয়ের সঙ্গে ঘোড়া নিমকাঠ (মোটা ডান্ডি)এর মোড় বা সংযুক্তি ,৪–৬ টা তার। সুর কন্ট্রোল করে তানপুরা। সেতার তৈরিতে লাগে মোটা লাউয়ের সঙ্গে ঘোড়া নিমকাঠ (পাতলা ডান্ডি) এর মোড়,২২ টি তার। সেতারে সব গানই বাজানো যায় ।সেতার হলো মিউজিক যন্ত্র,এটিকে আজও কেউ অকেজো করতে পারেনি। গানবাজনা শিখতে হলে তানপুরাকে অবশ্যই সঙ্গী করতে হবে।

দামোদর বাঁধের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত পশপুর বাংলো। বাংলোর কিছুটা আগে পূর্ব দিক বরাবর একটি ঢালাই রাস্তা নিচের দিকে নেমে গেছে। ওই রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই গণেশবাবুর বাড়ি। গ্রামের সকলেই তাকে একডাকে চেনে। অসম্পূর্ণ দু তলা বাড়ি, বেশ বড়সড় বাড়িটি। সারা বাড়ি জুড়ে পড়ে রয়েছে ছোট বড় নানান সাইজের অসংখ্য লাউয়ের খোল(তুম্বা) । কথায় কথায় তিনি জানালেন, বাবার আমল থেকেই আমাদের লাউ চাষ শুরু ।সেসময় আমাদের প্রায় দশ বিঘা জমিতে লাউ চাষ করা হত। এখন মন্দার বাজার, খুবই সামান্য অংশে লাউ চাষ করতে হয়েছে। লাউয়ের কদর আর আগের মত নেই। এখন ওই ব্যবসা ক্রমশ লক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দুর্দশার সীমা নেই খেতে পর্যন্ত পারছিনা এখন। খুবই আক্ষেপের কথাগুলি শোনালেন গণেশবাবু। আগে গণেশ বাবুর বাড়িতেই তৈরি হতো লাউয়ের তানপুরা, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। এখন অবশ্য তা আর হয় না। এখন পশপুর গ্রামের সুশীল মিদ্দে, দিনু দোয়ারী তৈরি করেন লাউয়ের খোল থেকে সেতার, তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। তবে তারা সেতার বা তানপুরার শুধুমাত্র বডি তৈরি করেন। পশপুর গ্রাম থেকে লাউ (লাউয়ের খোল বা তুম্বা) চালান যায় উলুবেড়িয়া, বরানগর,বেলঘড়িয়া,মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি জায়গায়। ওইসব জায়গাতেই তৈরি হয় সম্পূর্ণ সেতার বা তানপুরার মত বাদ্যযন্ত্র গুলি। বর্তমানে পশপুর গ্রামের গণেশ রায়, তড়িৎ সিং, কাশি হাজরা এবং পাশের রঞ্জপুর গ্রামের নিতাই থামারীর মতো গুটিকয়েক ব্যক্তি লাউ চাষ করেন। গণেশবাবু বললেন, লাউ থেকে তৈরি সেতার, তানপুরা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সেই সোনালী অতীত আজ আর নেই। বর্তমান ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্ট এর দাপটে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে বঙ্গীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লাউয়ের সেতার, তানপুরা বা বীণার মত বাদ্যযন্ত্র গুলি।যা খুবই চিন্তার বিষয়। কথায় কথায় গণেশবাবু জানালেন পন্ডিত রবিশঙ্করই হচ্ছেন (সেতার) শিল্পী হিসাবে তার কাছে আদর্শ। তিনি বলেন, পন্ডিতজী ভারতের বাইরে লন্ডন,আমেরিকা, প্রভৃতি দেশে গিয়ে লাউয়ের বাদ্যযন্ত্রগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সে প্রায় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর বা তার আগে। সেসময় এক অনুষ্ঠানে পেয়েছিলেন পন্ডিত রবিশংকরের সান্নিধ্য। নন–ম্যাট্রিক গণেশবাবুর কলকাতার সাউথ সিটি তে দোকান ছিল। বেনারসের লছমিকুণ্ডে দিলীপ শর্মার দোকানেও কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। ওই সব জায়গায় থেকে বিভিন্ন এলাকায় লাউ সরবরাহ করতেন। পরে কোন এক সময় তিনি এলাহাবাদের সরমন্দিরে লাউ এর এক প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। কিছু বছর আগে খোদ লন্ডন থেকে সাহেবরা এসেছিলেন গণেশ বাবুর গ্রামের বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিতে তৈরি বাদ্যযন্ত্র গুলি সম্পর্কে।অথচ এহেন একজন শিল্পী মানুষ আজ পর্যন্ত কোনোরকম সরকারি স্বীকৃতি পাননি।পাননি কোনরূপ সরকারি অনুদান বা পেনশন। জোটেনি কোনো সম্বর্ধনাও।থেকে গেলেন এরকম অবহেলিত শিল্পী হিসেবেই।

মানি মার্কেটিংয়ের অভিশপ্ত ছায়া

প্রথম পাতার পর

জনৈক আমানতকারী শেফালি মণ্ডল বলেন, আমি দুই লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা সমিতিতে রেখেছি। সুদও চাচ্ছি না। শুধুমাত্র আসল টাকাটাই ফেরত চাই। আমি লোকের বাড়ি কাজ করে খাই। এমতাবস্থায় আমি এদিন সমিতির এক সদস্য জয়দীপ বিশ্বাসের বাড়িতে আসল টাকা ফেরতের দাবি জানালে সমিতির আর এক সদস্য সুভাষের ছেলে আমার গালে সপাটে চড় মারে। লকডাউনের আগে থেকেই আমরা টাকা পাচ্ছি না।' সমিতির আর এক আমানতকারী ছবি মল্লিক বলেন, লক ডাউনের অনেক আগেই আমার স্বামীর কাজ না থাকায় আমি সমিতির সদস্য জয়দীপবাবুর কাছে টাকা চাইলে তিনি বলেন এখন টাকার ঘাটতি আছে। আর একজনকে প্রায় সাত লক্ষ টাকা দিতে হবে। ফলে পরে ছাড়া হবে না।'

ছবি জানান, তার প্রাপ্য টাকা প্রায় দুই লক্ষ। এরকমই আর এক আমানতকারী নুর মহম্মদ বলেন, 'আমরা আসল চাই, সুদ দরকার নেই। আমাদের আসল টাকা ফেরত দেওয়া হোক। আমাদের বাংলানি গ্রাম ছাড়াও পাশ্ববর্তী আরও কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই সমিতিতে টাকা রেখেছেন। সব মিলিয়ে কয়েক কোটি তো হবেই।' আমানতকারী নিখিল বালা বলেন, 'আমার স্ত্রী বিড়ি বাঁধে। আমার প্যারালাইসিস হয়েছিল। আমি সমিতিতে রেখেছি প্রায় সাত লক্ষ।'

সমিতির জনৈক সদস্য জয়দীপ বিশ্বাস বলেন, 'ছোট বড় করে একটা কিস্তি দেওয়া হয়েছিল কয়েকজনকে। তবে প্রায় ছয় বছর ধরে মার্কেটে প্রায় ৬ কোটি টাকা পড়ে আছে। তুলতে পারিনি। করোনার পর থেকে অর্থাৎ ২০১৯ সালের পর থেকে পরিস্থিতি এমনটাই হয়।' জয়দীপ আরও বলেন, আমাদের সমিতিটা কোনও সরকারি নয়, সম্পূর্ণ বেসরকারী এটি। আমাদের তিন–চার বিঘে জমি আছে। সেগুলি বিক্রি করে এই টাকা শোধ করে দেব।' তবে টাকা ফেরতের আশ্বাস পেলেও কবে মিলবে টাকা তা নিয়ে রীতিমত শংসয়ে আমানতকারীরা। সংশ্লিষ্ট থানার তরফ থেকে ৩০ নভেম্বর একটি মিটিংয়ের প্রতিশ্রুতি এবং ৩ ডিসেম্বর সুরাহার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজ থেকে প্রায় দশ–বারো বছর আগে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জাঁকিয়ে বসা মানি মার্কেটিং বা অর্থ বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলির কারণে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ সর্বস্বান্ত হন। ভুক্তভোগী পরিবারগুলিতে সেই ক্ষত আজও শুকোয়নি। এরই মধ্যে আবার সেরকমই একটি মানি মার্কেটিং সংস্থার নাম উঠে এল প্রকাশ্যে। এই ঘটনা নতুন করে উসকে দিল তৎকালীন আতঙ্কজনিত তিক্ত স্মৃতিকে।

BUDGE BUDGE NANGI CO-OPERATIVE BANK LTD.

63, M. G. ROAD, KOLKATA -700 137. E-mail: admin@bbncbltd.in

BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2023

Previous Year `	CAPITAL & LIABILITY	Details	Amount	Previous Year `	ASSET	Details	Amount
	1. CAPITAL			12,14,565.76	1. CASH IN HAND		13,45,370.27
7,00,00,000.00	a) Authorised Capital .....Shares of `.....each		7,00,00,000.00				
51,92,560.00	b) Paid up share capital		50,99,840.00	12,43,90,681.27	2. BALANCES WITH BANKS	Schedule 5	7,75,87,423.00
2,58,69,660.20	2. RESERVE FUND & OTHER RESERVES	Schedule 1	2,66,89,908.20		3. INVESTMENTS		
22,76,29,488.33	3. DEPOSIT	Schedule 2	22,28,91,849.93	8,02,20,650.00	a) CSGL ACCOUNT (GOI BOND)	Schedule 18	12,99,45,650.00
55,16,143.00	5. OVERDUE INTEREST RESERVE	Schedule 8	49,69,382.00	63,34,997.16	b) Other Investments	Schedule 6	51,49,439.16
1,44,61,069.75	6. OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	Schedule 4	1,21,33,514.50	2,55,43,385.00	4. LOANS & ADVANCES	Schedule 7	2,18,88,868.00
1,92,151.50	7. DEAF ACCOUNT		2,06,951.42		5. INTEREST RECEIVABLE		
				11,42,653.00	INTEREST RECEIVABLE ON GOI BOND	Schedule 15	15,48,145.00
				55,15,519.00	INTEREST RECEIVABLE ON INVESTMENT	Schedule 15	11,27,866.00
				56,05,290.00	LOANS AND ADVANCES	Schedule 15	50,08,300.00
				55,16,143.00	OVER DUE INTEREST RESERVE	Schedule 8	49,69,382.00
				1,92,151.50	DEAF ACCOUNT TO RBI- 1417		2,06,951.42
				14,18,135.00	6. FIXED ASSETS	Schedule 9	34,86,773.00
				96,30,180.23	7. OTHER ASSETS	Schedule 10	66,13,821.25
				1,41,30,352.86	8. ACCUMULATED LOSS	Schedule 17	1,31,13,456.95
	TOTAL		27,19,91,446.05		TOTAL		27,19,91,446.05

d Deposit for more than 10 years for 911 number of accounts for 206951.42

Special Officer
Budge Budge Nangi Co-Op. Bank Ltd.

NIRANJAN DAS
Manager
Budge Budge Nangi Co-Operative Bank Ltd.

Accountant-in-charge

ABHIJIT DUTT & ASSOCIATES Chartered Accountants Calcutta

মহানগরে

এবার জলের সংযোগেই মিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতায় পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় রোধে শহর জুড়ে জলের মিটার বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। ১০ অক্টোবর সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ইতিমধ্যে উত্তর কলকাতার ১নম্বর বরোর ছ'টি ওয়ার্ডে (ওয়ার্ড নম্বর : ১–৬) জলের মিটার বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর–সন্তোষপুর ও পূর্ব কলকাতার মুকুন্দপুরে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে জলের মিটার বসানোর কাজ চলছে বলে পৌর সূত্রে খবর। সঙ্গে এই কর্মসূচির সমস্ত দায়দায়িত্ব বহন করবে কলকাতা পৌরসংস্থা। উল্লেখ্য এখনও পর্যন্ত কলকাতা পৌরসংস্থা ১–৬ নম্বর ওয়ার্ডে ১৮,৬৫৫টি জলের মিটার বসানো হয়েছে। নিত্যদিন পরিস্রুত জল ব্যবহারের জাতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী মাথাপিছু ১৫০ লিটার করে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করবে কলকাতা পৌরসংস্থা। উল্লেখ্য, এদিকে এবার থেকে নতুন জলের সংযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াটার মিটার বসিয়ে তবেই জলের সংযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মহানাগরিক।

শহরে ফুটপাথবাসীদের 'আশ্রয়'

নিজস্ব প্রতিনিধি: শহর কলকাতার গৃহহীন ফুটপাথবাসীদের জন্য বিনামূল্যে বসবাসের আবাসস্থল 'আশ্রয়ে'র ৯ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পৌরসংস্থার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত এই 'আশ্রয়' নামক আবাসস্থল উদ্বোধন করে মহানাগরিক বলেন, কলকাতা শহরে যাতে কেউ আর ফুটপাতে আশ্রয় নিতে না হয়, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় ও কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে কলকাতা পৌর এলাকায় ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত 'আশ্রয়' নামে মোট ৪২টি আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়েছে। যেখানে দু'হাজার আশ্রয়হীন ফুটপাথবাসী বসবাস করছেন। এ ধরনের আরও ৬টি আবাস গৃহনির্মাণের প্রায় শেষের পথে। যেখানে ৬০০জন গৃহহীন ফুটপাথবাসীর থাকার ব্যবস্থা করা হবে। এরই পাশাপাশি খুব শীঘ্রই আরও ৭টি এ ধরনের আবাসস্থল কলকাতা পৌর এলাকায় তৈরি করা হবে। যেখানে গৃহহীন ৭০০জনের থাকার ব্যবস্থা হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, স্টেট আর্বান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি'র (সুডা) দেওয়া অর্থে এটি তৈরি হয়েছে। মোট ব্যয় হয়েছে ২,০২,৯১,০০০ টাকা।

কলেজ স্ট্রিট বই বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ নভেম্বর কলেজ স্ট্রিটের ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোডে শুরু হলো কলকাতার বিশিষ্ট প্রকাশকদের উদ্যোগে বইবাজার। এদিন বিশিষ্ট লেখক–লেখিকা, অভিনেতা, চিকিৎসক, খেলোয়াড়, শিক্ষকশিক্ষিকা, সমাজকর্মীদের নিয়ে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এই বাজারের সূচনা করলেন বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ বই পাড়ার পরিচিত ব্যক্তিত্ব বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সভাপতি বিশ্ব বিকাশ কুন্ডু ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ। ৫০টিরও বেশি প্রকাশক, তাদের সেরা বই গুলি উচ্চ কমিশনে এই বই বাজার থেকে পাঠকদের হাতে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত তুলে দেন। গল্পের ও প্রবন্ধের বইয়ের বিপুল সম্ভার নিয়ে এই আয়োজনের সঙ্গে প্রতিদিন ছিল কিছু অনুষ্ঠান। প্রথমদিন থেকেই পাঠকপাঠিকাদের বই কেনার আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত খোলা ছিল এই বইবাজার।

'আসুন, দেখুন, কিনুন' এই স্লোগান দিয়ে আনন্দের বইবাজারে সবাই ছিলেন স্বাগত। হিন্দু, হেয়ার, সংস্কৃত কলেজিয়েট, সিটি, মিত্র, বেথুন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অধ্যাপকঅধ্যাপিকা, আধিকারিকদের উপস্থিতি এই বইবাজারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়, মাঝে মাঝেই এই রকম বইবাজার তারা কলকাতাসহ অন্য জেলাতেও করবেন।

ফের রাস্তায় নামছে মিস্ট ক্যানন

প্যান্ডেলের বাঁশ না সরালে বাজেয়াপ্ত হবে : মহানাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ছটপুজো আবার জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে গিয়েছে। তাসত্ত্বেও সেই পুজোর প্যান্ডেলের বাঁশ না খুললে তা বাজেয়াপ্ত করবে কলকাতা পৌরসংস্থা। উত্তর কলকাতার বরাহনগরের কোল থেকে দক্ষিণে ঠাকুরপুকুর–জোকা আবার পূর্বে মুকুন্দপুর–মাদুরদহ থেকে পশ্চিমে গার্ডেনরিচ–মেটিয়াবুরুজ সর্বত্র পুজোর মন্ডপ, ব্যানারের বাঁশ ও ব্যানার, পুজোর জন্য লাগানো হোর্ডিং এখনও কলকাতা শহরের যত্রতত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মহানাগরিক জানিয়েছেন, সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। তাসত্ত্বেও যাঁরা খোলেননি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা রাতের বেলা অভিযানে বের হবে, যেখানে যা বাঁশ থাকবে সব বাজেয়াপ্ত করা হবে। রাস্তায় যাদের পুজোয় দেওয়া অ্যাড থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থা চার্জ করবে। অ্যাড এজেন্সি বা যে কোম্পানির অ্যাড থাকবে, তাদের বিল পাঠানো হবে। মহানাগরিক জানান, অনেক ডেকরেটররা কলকাতার রাস্তা গুলিকে স্ট্যান্ডিং গোডাউন তৈরি করেছে। কবে আবার অর্ডার পাবে, তখন ওখান থেকে খুলে নিয়ে নতুন জায়গায় লাগাবে। সাংবাদিকরা কর্মীর অভাবের কথা বললে, মহানাগরিক জানান, কর্মীর অভাব ডেকরেটরদের চিরজীবন থাকলে বাঁশ গুলি রাস্তায় ওরকম লাগানো থাকবে? কলকাতা পৌরসংস্থা বাঁশ খুলে নিলে আর পাওয়া যাবে না।

পুজোর প্যান্ডেলের জন্য বহু রাস্তায় একাধিক জায়গায় গর্ত করা হয়েছে। দামিদামি ম্যাসটিক করা রাস্তাও কাটা হয়েছে। এক হাঁটু গর্ত করা হয়েছে বাঁশ বা শালখুঁটি পোঁতার জন্য। মহানাগরিকের কথায়, ওই গর্ত গুলি মেরামত না করলে হেঁটে চলা পথচারী থেকে বাইচালকরা বড়ো বিপদে পড়বে। হেঁটে চলা পথচারীরা আবার প্রাতর্ভ্রমণ করতে বেরিয়ে ওই গর্তে পা গলে গিয়ে পাটা মচকে যেতে পারে, ভেঙেও যেতে পারে। বাইক চালকদের বাইকের চাকা ওই গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠতে পারে বা স্কিট করে পড়ে যেতে পারে। তাতে বড়োসড়ো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে। এটা অনন্তকালের জন্য চলতে পারে না। প্যান্ডেল কোথাও রাখা যাবে না। পার্কের মধ্যেও রাখা যাবে না।

এদিকে যে সমস্ত জায়গায় প্যান্ডেলের বাঁশ খোলা হয়েছে। সেখানকার রাস্তার গর্ত প্লাসটিক ও পাথরকুচির মন্ড দিয়ে মেরামতের কাজ চলছে জোর কদমে। ইতিমধ্যেই ফুটপাথের যেখানে যেখানে পেভার ব্লক সরে গিয়েছিল, সেখানকার ব্লক মেরামত করা হয়েছে।

শারদোৎসবের আগে কিছু রাস্তায় চটজলদি প্যাচওয়ার্ক করা হয়েছিল। দ্রুত খানাখন্দ বোজাতে সে সময় গর্ত বুঁজিয়েছিল, এবার সেখানে ডি জি সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে 'থরো' রাস্তার কাজ হবে। কলকাতা শহরের রাস্তার কাজ। মহানাগরিক জানান, এখন প্লাস্টিক অ্যাসফল্ট দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হবে।

এদিকে নতুন করে মিস্ট ক্যানন নামাতে চলেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। কোভিড নাইন্টিনের সময় এই মিস্ট ক্যানন দিয়ে এলাকা স্যানিটাইজ করা হত। মহানাগরিক আরও জানান, শীতকালে বাতাসের গুণগত মান একটু খারাপ হচ্ছে। ধুলোর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিস্ট ক্যাননের মাধ্যমে জল স্প্রে করে ধুলো কমানো হবে। এই মুহূর্তে পৌরসংস্থার হাতে দু'টো মিস্ট ক্যানন রয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দফতরের চিফ মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়কে মহানাগরিক নির্দেশ দিয়েছেন, সারা কলকাতা শহরে মিস্ট ক্যাননের মাধ্যমে জল স্প্রে করা ও ওয়াটার স্প্রিঙ্ক লেয়ার কলকাতায় ৪০ টার মতো আছে। সবক'টি চালানোর ব্যবস্থা করার। প্রসঙ্গত শহরের যে সমস্ত জায়গায় এয়ার কোয়ালিটির ইনডেক্স খারাপ সেগুলি হল রবীন্দ্রভারতী, চিংড়িহাটা, ক্যাথিড্রাল রোড, ভিক্টোরিয়া, ফোর্ট উইলিয়াম, বালিগঞ্জ, যাদবপুর।

চন্দননগরে গোপাল বহুরূপীর নিখুঁত ছদ্মবেশ দেখে চমকে গেলেন দর্শনার্থীরা

মলয় সুর : কখনও গান্ধী, কখনও চন্দ্রযান আবার বিশ্ব বাংলার গেট, সর্বশিক্ষা অভিযান। এইসব সেজে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। তা করে সামান্য কিছু উপার্জন হয়। সেই টাকায় সংসারের কিছু খরচ মেটে। দীর্ঘদিন ধরেই বহুরূপী সাজছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপী থেকে দশ কিলোমিটার দূরে উত্তর রাজারামপুর গ্রামের বাসিন্দা গোপাল মণ্ডল (৫২)। সোমবার ২০ নভেম্বর দুপুরে চন্দননগরে ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজোয় বড় বাজার পুজো মণ্ডপের সামনে গোপালকে দেখা গিয়েছে চন্দ্রযান–৩ সেজে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সোমবার ভোর ৩টার সময় বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন। বেলা ১১টা নাগাদ চন্দননগরে এসে পৌঁছেছেন। চন্দ্রযান–৩ সেজে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠাকুর দেখতে আসা মানুষ খুশি হয়ে পাঁচ–দশ–বিশ টাকা দেন। রাতে রোজগারের টাকা নিয়ে থেকে যান। পরদিন আবার শুরু করেন। লোকমুখে শুনেছিলেন হুগলির চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোয় লাখো লোকের ভিড় হয়। সেই কারণে রোজগারের আশায় এসেছিলেন এখানে। বাড়িতে স্ত্রী সনোকা, দুই ছেলে রথীন ও রনি এবং বৃদ্ধা মা গীতাদেবী আছেন। জানালেন, এই বছরের দুর্গাপুজোয় যোধপুর পার্কের পুজোয় চন্দ্রযান–৩ সেজে সাত দিনে ভাল উপার্জন হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খেয়াল রাখেন মনপসন্দ হলে সেখানে পৌঁছে যান। তবে সবসময় এইভাবে উপার্জন হয় না।

চন্দননগরে আলিপুর বার্তার জগদ্ধাত্রী পরিক্রমা

গত বছরের মতো এবারেও গঙ্গাপাড়ের প্রাচীন শহর চন্দননগরে দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হল জগদ্ধাত্রী পুজো পরিক্রমা। শেষ দিন ২২ নভেম্বর পরিক্রমা শেষে বিজয়ী পুজো সমিতিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জগদ্ধাত্রী সম্মান।

ভদ্রেশ্বর বাবুরবাজার সর্বজনীন পুজো কমিটির মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন বারোয়ারি পুজো কমিটি উপস্থিত হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করে। সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আলিপুর বার্তার সাংবাদিক মলয় সুর, বর্ষীয়ান সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী, সঙ্গীত শিল্পী রানু পাল ও সমর কুমার জানা। সঞ্চালনায় স্বরূপ নন্দী। পরিক্রমায় উপস্থিত থেকে আলোকচিত্র সংগ্রহ করেন চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধ।

মণ্ডপ সজ্জায় প্রথম : চন্দননগর বড়বাজার

মুখশ্রীতে প্রথম ভদ্রেশ্বর জগদ্ধাত্রী স্পোর্টিং ক্লাব, বঙ্গশ্রী পল্লি

মণ্ডপ সজ্জায় দ্বিতীয় : তেলিনীপাড়া বাবুর বাজার

মুখশ্রীতে দ্বিতীয় : ভদ্রেশ্বর গোলদিঘীর ধার।

মণ্ডপ সজ্জায় দ্বিতীয় (যুগ্মভাবে) : খলিসানী সার্বজনীন

পরিবেশ ভাবনায় পুরস্কৃত মানকুণ্ডু নিয়োগী বাগান।

মণ্ডপ সজ্জায় তৃতীয় : মানকুণ্ডু নতুন পাড়া (৭৫ বছর)

বনেদি তালুকদার বাড়ির পুজোকে বিশেষ সম্মান।

জানা–অজানা সফরে

ঠাণ্ডা পড়তেই পাখির রাজ্যে ভিড় জমছে পর্যটকদের

দেবাশিস রায়

ঠাণ্ডা পড়তেই পাখির রাজ্য চুপীর চরে ভিড় জমছে পর্যটকদের। এখন থেকে প্রায় মাস চারেক এখানে পর্যটকদের কার্যত ধুম পড়ে যাবে। আর সেদিকে তাকিয়েই পুলিশ–প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত দপ্তর পর্যন্ত এই মুহূর্তে নানা বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপীতে ভাগীরথী নদীর উপকূলবর্তী এলাকার বিস্তীর্ণ জলাভূমিকে কেন্দ্র করে এই পাখির রাজ্য গড়ে উঠেছে। 'চুপীর চর' নামে যা বর্তমানে সর্বাধিক পরিচিত। এখানকার নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশের টানে সারাটা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা থাকেই। তবে, শীতের প্রাক্কাল থেকে এখানে পর্যটকদের কার্যত ঢল নামে। এই সময় হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে আসা রংবেরংয়ের নানাবিধ পরীযায়ী পাখির দল ডেরা বাঁধে চুপীর চরে অশ্বখুরাকৃতি সুবিশাল হ্রদের টলটলে জলে। সেইসব পাখির জলকেলি কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করতে হামলে পড়েন দেশ–বিদেশের প্রকৃতি ও পক্ষীপ্রমীরাও। এরাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে যে কয়টি বিখ্যাত জায়গার নাম উঠে এসেছে তার মধ্যে 'চুপীর চর' অন্যতম। এখানে থাকা ও খাওয়ার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন উদ্যোগে সুন্দোবস্ত রয়েছে।হাওড়া–কাটোয়া রেলপথে ঘন্টা আড়াইয়ের ট্রেন জার্নিতে পূর্বস্থলী স্টেশনে নেমে অতি সহজেই এই সুবিখ্যাত পাখির রাজ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। এমনকি, কলকাতা থেকে ভোরবেলায় বেরিয়ে পাখির রাজ্যটুকু ঘুরে বাড়ি ফেরাও সম্ভবপর। এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনার কারণেই চুপীর চরের প্রতি প্রকৃতিপ্রেমীদের উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। যার প্রমাণ মিলল নভেম্বরে প্রথম সপ্তাহেই। সবেমাত্র ঠাণ্ডা পড়ছে। শীত শীত ভাব থাকলেও চুপীর জলাশয়ে এখনও সেভাবে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়নি। যদিও এখন থেকেই এখানকার সুদৃশ্য কটেজগুলি প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের আগমনে গমগম করছে। যা দেখে এলাকার শ্রমজীবী বাসিন্দাদের একাংশের মুখে ফুটে উঠেছে স্বস্তির হাসি। এই বাসিন্দারা নানাভাবে পর্যটকদের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। কেউ টোটো কিংবা অটো চালান। কারও কারও খাবারদাবারের ছোটোখাটো দোকান আছে। কেউ কেউ পিকনিকের জায়গা কিংবা সরঞ্জাম ভাড়া দেন। অনেকেই আছেন যাঁরা পর্যটকদের নিয়ে নৌকায় চড়ে পাখি দেখানোর ব্যবস্থা করেন।

এমনভাবেই একেকজন পর্যটকদের খুশি করার বিনিময়ে নিজের পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করেন। তাই ঠাণ্ডা পড়তেই শ্রমজীবী পরিবারের ওই মানুষগুলি এবারও একবুক আশা নিয়ে পর্যটকদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চুপী পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার একাধিক কাজ করেছে। রাস্তাঘাট সংস্কার থেকে শুরু করে ওয়াচ টাওয়ার ও কটেজ নির্মান, সৌন্দর্যায়ন, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবই হয়েছে। কিছুদিন আগেই বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডল চুপী পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর সংসদীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় এই পর্যটন ক্ষেত্রের রাস্তার সংস্কারকাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা হাফিজুল দফাদার বলেন, সারা বছরই এখানে লোকজন বেড়াতে আসেন। তবে, শীতের সময় পাখি দেখার জন্য পর্যটকদের ভিড় বেশি হয়। চুপীর একটি অতিথিশালার তদারকির দায়িত্বে থাকা অভিজিৎ দে জানিয়েছেন, দিনের পর দিন চুপীকে কেন্দ্র করে পর্যটকদের উৎসাহ বাড়ছে। তাদের সুবিধার্থে এখানে এখন থাকা–খাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্তই রয়েছে। তবে, কটেজ ভাড়া নেওয়ার জন্য আগেভাগে বুকিং না করলে পর্যটকদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। পর্যটকরা চুপীর জলাশয়ে পাখি

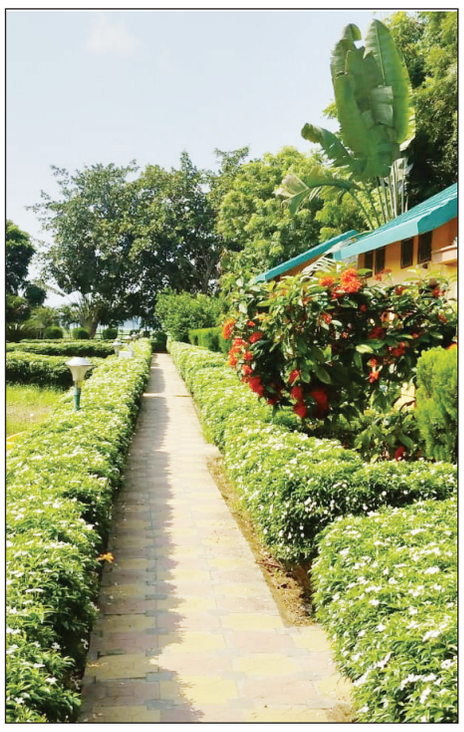

দেখার আনন্দ উপভোগ করার পর কাছাকাছি মায়াপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণকেন্দ্রও অনায়াসেই ঘুরে দেখতে পারবেন। চুপী পর্যটনক্ষেত্রে সুলভে এবং নিশ্চিন্তে থাকার জন্য বুকিংয়ের সুবিধার্থে এই ওয়েবসাইট www.purbasthali.com এবং ৯০৭৩৫৬৫৭২৩, ৭৯০৮০৬১৪৮৭ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

মাঙ্গলিকী

মনমিলন নাট্য উৎসব

আয়োজনে থিয়েটার ফর ইউ

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ৯ নভেম্বর টানা ২দিন (৯ নভেম্বর ও ১০ নভেম্বর) তপন থিয়েটারে উদযাপিত হল থিয়েটার ফর ইউনাট্যদলের মনমিলন নাট্য উৎসব ২০২৩। এই উৎসবে যোগদান করেছে মোট ৪টি নাট্যদল। শিলিগুড়ি ইঙ্গিত এর নিবেদন 'সওদাগর', হাওড়া হর্ষভাষ নিবেদিত নাটক 'অযোগ্য'। রাজডাঙা দ্যোতক প্রযোজিত নাটক 'সুপারি গোপাল' এবং অনীক প্রযোজিত নাটক 'ভালোবাসা'। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুল সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। দরাজ কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শিল্পী সঙ্গীতা দাস। এরপর শুরু হল নাট্যানুষ্ঠান।

৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল দুটি নাটক। প্রথম) নাটক শিলিগুড়ি ইংগিত প্রযোজিত, সৌমিত্র চ্যাটার্জী রচিত এবং আনন্দ ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'সওদাগর'। নাটকের মূল বক্তব্য– আদর্শ বড় না কর্তব্য বড়, কোনরকমে জীবন ধারণ না জীবন যাপন। সাংসারিক কিংবা পারিবারিক চাপের কাছে মাথা নত করে অথবা আপোষ করে নিজের আদর্শকে বিক্রি করে দেবে বাজারী সওদাগরের কাছে নাকি অন্বেষণের মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথের সন্ধানে যত্নবান থাকবে মানুষ। বিন্দু থেকে সিন্ধুর পথে যাত্রার কাহিনি সওদাগর। এক নাট্যকার নির্দেশককে কেন্দ্র করে তৈরি নাটক। অভিনয়ে ছিলেন সৌমদেব চরিত্রে সলিল কর, মাধবী চরিত্রে জবা ভট্টাচার্য, আর্যপ্রিয় সরকার, বিশ্বনাথ এর ভূমিকায় শৈবাল মজুমদার, হরিচরিত্রে মিঠু সরকার, মালখান জি'র ভূমিকায় তপন ভট্টাচার্য, যগিন্দর সিং চরিত্রে বিজয় নন্দী, কিশালয় চরিত্রে চন্দন সরকার এবং প্রদীপ বাজাজ এর ভূমিকায় নির্দেশক আনন্দ ভট্টাচার্য। সৌমদেব চরিত্রে সলিল কর চারিত্রিক দৃঢ়তা সেভাবে পরিস্ফুট করতে পারেন নি। তুলনায় জবা ভট্টাচার্য এবং শৈবাল মজুমদার অনেকটা বাস্তবের কাছাকাছি। বাকি শিল্পীরা মোটামুটি কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। মঞ্চ আলো–আবহ মন্দ নয়। দ্বিতীয়) নাটক 'অযোগ্য' রচনা ড. সৌমিত্র বসু। নির্দেশক সুমিত চৌধুরী। নাট্যদলের বারমাস্যা নিয়ে তৈরি নাটক। এখানে মূল কথাটি যেটা বেরিয়ে এলো এক কথায় বলা যায় একটা আদর্শের লড়াই। স্ট্রাগল ফর এক্সিসটেন্স এন্ড সার ভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট। অভিনয়ে অনীশ চরিত্রে সুমিত চৌধুরী বেশ ভালো। জিনি চরিত্রে সুনিতা চ্যাটার্জী মন্দ নয়। হাউস কিপার পিঙ্কি চরিত্রে পিঙ্কি মাইতি, ভজন চরিত্রে অভিজিৎ সতপতি এবং সহকারীর ভূমিকায় চন্দ্রানী ব্যানার্জী মোটামুটি কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। তবে আমাকে বেশ তাক লাগিয়ে দিয়েছেন হতাশাগ্রস্ত আদর্শবান নাট্যকার পরিচালক এর ভূমিকায় দিনেশ চরিত্রে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। ওর অভিনয় নাটকের মান অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নিজস্ব জক্ষতায় অভিনয়কে একেবারে নো অ্যাক্টিং জোনে নিয়ে গিয়েছেন। একবারও মনে হয়নি শিল্পী অভিনয় করছেন শিল্পীকে আমার প্রণাম। একটি মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা দেখলাম। অনেকদিন মনে থাকবে।

১০ নভেম্বর অভিনীত হল দুটি নাটক। প্রথমটি 'সুপারিগোপাল' এবং দ্বিতীয়টি 'ভালোবাসা।' একেবারে আনকোরা নতুন শিল্পীদের নিয়ে তৈরি রাজ ভাঙাদ্যোতকের নাটক 'সুপারি গোপালয়২। রচনা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, আবহ ও নির্দেশনা জ্যোর্তিময় চ্যাটার্জী। কাহিনীতে জানতে পারি স্থানীয় মাতব্বর দাদা অনুতোষকে মারার জন্য গোপাল নামে জনৈক গরিব বেকারকে সুপারি দেয়। গোপাল সুপারি নেয় তার টানাটানির সংসারে কিছুটা সুরাহা যদি হয়। কাজটা অন্যায় জেনে ও সে কাজটা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু শিকারকে হাতে পেয়েও সে তাকে খুন করতে পারে নাষ কারণ সে ততক্ষণে জেনে যায় তার শিকার নিজেই অত্মহত্যা করতে চায়। সুপারি গোপাল যতবার খুন করার জন্য ছুরি মারার চেষ্টা করে ততবার তার ছুরি হাতে থেকে সরেনা, আটকে যায়। শেষে দেখা যায় তার ছুরিটা যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হল? সবটা জানতে গেলে নাটকটি একবার দেখতে হবেই।

প্রত্যেক শিল্পীই যথেষ্ট ভালো কাজের নমুনা রাখলেন। বিশেষ করে সুপারি গোপালের ভূমিকায় প্রকাশ কুমারের বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয়। অনুতোষ চরিত্রে আকাশ চ্যাটার্জী ও সমান তালে অনুতোষের ভূমিকায় প্রাণ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টার কোন কসুর করেননি। নন্দিতা চরিত্রে রুজানা ঠাকুর এ নাটকে একটা দমকা হাওয়া। তবে রোমান্টিক দৃশ্যে তাকে আরও একটু আবেগ ঢালতে হবে। চরিত্রটা আরও প্রাণ পাবে। আর স্বল্প পরিসরে মালতী চরিত্রে সুতপা মুখার্জী নজর কেড়েছেন। আকাশকে সংলাপ উচ্চারণে আরও একটু যত্নবান হতে হবে। সৌমেন চক্রবর্তীর আলো ও অরুণ মণ্ডলের মঞ্চ এবং পিনাকী ধরের আবহ প্রক্ষেপণ যথাযথ। প্রচারে অঙ্কন ও রুজানা ঠাকুর।

দ্বিতীয় নাটক অনীক প্রযোজিত, সুদীপ্ত ভৌমিক রচিত, অরূপ রায় অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক ভালোবাসা। ভালোবাসা এই চার অক্ষরের শব্দটি সে কোনো বয়সের মানুষকে একটু রোমান্টিক করে দিতে পারে। দেহে ও মনে নতুন রঙ ধরায়। এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করেই হাস্য রসাত্মকভাবে একটু কমোজ ধাচে তৈরি নাটক। নির্দেশক অরূপ রায় এই বয়সেও ভেলকি দেখিয়ে দিলেন। আর যারা অভিনয়ে ছিলেন তারা হলেন তপতী ভট্টাচার্য, অংশুমান সৌমেন চক্রবর্তী, গার্গী এবং অন্যান্যরা। বলতে কোনো দ্বিধা নেই গার্গী এবং সৌমেন আমাকে পঞ্চাশ বছর আগের কলেজ জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। প্রশান্তর মঞ্চ সজ্জা বেশ প্রশংসনীয় হয়েছে। নাটকটি দেখতে বেশ ভালো লেগেছে। বিশেষ করে এই নাটকের সংলাপ ও তৎসহ কুশীলবদের অভিনয় এই নাটকের মুখ্য ইউএসপি। নাটকটিকে যেন এ ভাবেই রাখা হয়। বাড়তি কোনো দৃশ্য এনে নাটকটিকে জটিল করে তোলা না হয়।

উপসংহারে শুধু একটা কথা বলতে চাই। থিয়েটার ফোর ইউ নাট্যদল প্রতি বছর এ ধরনের নাট্য উৎসব করেই থাকে। অন্য দলকেও অভিনয় করার সুযোগ করে দেয়। ওদের এই নাটকের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখে মনে আশার সঞ্চার হয় বৈকি। ওরা এগিয়ে চলুক আমি কাঠবিড়ালির ভূমিকাটা নেবই নেব। এটা আমারও দায়বদ্ধতা। নাটক জেগে থাক চব্বিশ 'ঘন্টা'।

আকড়া ঝুলেলাল সেবা সমিতির অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ নভেম্বর মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত রবীন্দ্রনগরে ঝুলেলাল সেবা সমিতি আকড়ার উদ্যোগে সাঁই ঝুলেলালের মূর্তি স্থাপন করা হল। সকালে সিন্ধি সম্প্রদায়ের কয়েকশ পুরুষ ও মহিলা ঝুলেলালের মূর্তি নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করেন। মহিলারা ডাণ্ডি নৃত্যে অংশ নেন। ঝুলেলালের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয় এলাকা। তারপর একটি মন্দিরে ঝুলেলালের মূর্তি স্থাপন করে পূজার্চনা করা হয়। সিন্ধি সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ রামচন্দ্র তাহালানি বলেন, অবিভক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু প্রদেশে (পাকিস্তান) সিন্ধিরা বসবাস করতেন। সেই সময় তাহের রাজার শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সিন্ধিরা। পুরুষ–মহিলারা সিন্ধ নদের সামনে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। সেই সময় সিন্ধু নদ থেকে ঝুলেলাল অবতার রূপে আবির্ভূত হন এবং সিন্ধিদের রক্ষা করেন। তাই ঝুলেলাল সিন্ধিদের কাছে ইষ্টদেবতা। এদিনের অনুষ্ঠানে কাউন্সিলার সব্যসাচী বসু, এমআইসি তাপস হালদার উপস্থিত ছিলেন। সব্যসাচী বসু বলেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ঝুলেলাল সেবা সমিতি আকড়া সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, সভাপতি অশোককুমার তাহালানি, সহ–সভাপতি ধনরাজ ছাবেড়িয়া, সম্পাদক অশোক ফেরওয়ানি, যুগ্ম সম্পাদক মনোজ খাটনানি এবং হেমন্ত ছাবাড়িয়া প্রমুখ।

পুরাঙ্গনার আঠেরোয় পা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চেতলায় মহিলা পরিচালিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'পুরাঙ্গনা'। এবার আঠেরো বছরে পা দিল। সেই উপলক্ষে গত ১৭ নভেম্বর যোগেশ মাইম আকাদেমি হলে তাঁরা আয়োজন করেছিলেন একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার। অনুষ্ঠানে শুরু হয় প্রার্থনা মন্ত্র 'মঙ্গলবাণী' ও রবীন্দ্র সঙ্গীত 'আজি শুভদিনে পিতার ভবনে' দিয়ে। এরপর গল্পপাঠ করেন অঞ্জনা রায়, কবিতা আবৃত্তি করেন সীমা পাল। নৃত্য পরিবেশন করেন দেবস্মিতা রায় ও সোমা মিত্র। 'বৌমা বনাম শাশুড়ি'। শ্রুতি–নাটকে অভিনয় করেন বৈশালী সাহা ও শিপ্রা চৌধুরী। এরপর পরিবেশিত হয় 'স্বর্ণযুগের গান'। সংকলন ও বিন্যাস : শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত শতকের পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকে যে সমস্ত বাংলা আধুনিক গান ও ছায়াছবির গান আমাদের মনের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে তারই একটি রেখাচিত্র এটি। ভাষ্যপাঠে ও সংগীতে অনুষ্ঠানটি খুবই মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। সঙ্গীতে ছিলেন শোভনা মুখোপাধ্যায়, মল্লিকা দে, রীতা রায়, বাঁশরি দাশগুপ্ত, শ্বেতা দত্ত, স্বাগতা দাস, সুমি মিত্র, স্বপ্না দত্ত, রাখী ভঞ্জ চৌধুরী, সুস্মিতা নন্দী, রুমকি সরকার। ভাষ্যপাঠে সোমা মিত্র ও শুভেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে অভিনীত হয় চন্দন সেনের

নাটক অবলম্বনে শ্রুতি–নাটক– 'উন্মনা মন'। নাটকটিতে আছে আমাদের মনোজদের নানান ওঠা–পড়া, সুখ–দুঃখ। বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন সীমা সাহা, সীমন্তী চক্রবর্তী, দোলা লাহা, শুক্লা বিন্দু, সুবিনীতা হাজরা, পাপড়ি দে সরকার, রীতা রায়, টিঙ্কু দাস, চৈতী সান্যাল। নাট্য–নির্দেশনায় ছিলেন সোমা মিত্র। পূর্ব প্রেক্ষাগৃহে এদিনের অনুষ্ঠান শুরু থেকে সুরে বাঁধা ছিল।

জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চলে চণ্ডিমাতা তরুণ সংঘের পরিচালনায় এবছর পুজো জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষে থাকছে বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যোগব্যাম, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,ম্যাজিক শো ও হরি নাম সংকীর্তন। প্রতি বছরের মতো।

বহু মানুষ এই পুজো–পাঠে অংশগ্রহণ করেন। এই পুজায় এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মিনার্ভায় নিশিপদ্মের মধু

অরুণ লোধ, কলকাতা : মিনার্ভা থিয়েটার গ্রীন অ্যামেচার গ্রুপে প্রয়োজন মঞ্চস্থ হল নাটক নিশি পদ্মের মধু। সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখক ডাক্তার কৌশিক রায় চৌধুরী স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ কৌশিক বাবুর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা এই নাটক। পতিতা পল্লীর মেয়েদের সবাই নিচু নজরে দেখে অথচ এদের মাঝেই মহান মানুষের বাস। সংসারের অশান্তিতে জেরবার সৌম্য একটু শান্তির খোঁজে পিন্টুর সঙ্গে এসেছিল সোনাগাছিতে। সেখানে লতার সঙ্গে দেখা। মদের ঘোরে লতা জেনে নেয় সৌম্যর জীবনের চালচিত্র। রাত কাটিয়ে সৌম্য চলে যায়। ফেলে যাওয়া মানিব্যাগ থেকে ঠিকানা খুঁজে লতা পৌঁছায় সৌম্য বাড়িতে। লতার সঙ্গে ঘটে ইন্দ্রমতির আলা। বিবর্তন সৌম্যর জীবনে আসে নতুন বসন্ত। কৃতজ্ঞতা জানাতে লতার কাছে ছুটে যায় সৌম্য। লতা বলে সুখে সংসার করুন, আর কখনো এই নারীর কাছে আসবেন না। সৌম্য দূর থেকে লতাকে প্রণাম করে। নাটকটির

সার্থকভাবে পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব অরুণ সরকার যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বংশধর। এই নাটকে মুখ্য অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন শুভাশিস ঘোষ।, পরিমল সাহা, অমিতাভ দাস পায়েল সাধুখাঁ এবং অর্পিতা দাসের অভিনয় ভালো। প্রেক্ষাগৃহ ছিল পরিপূর্ণ।

ISKCON পরিচালিত
পুরী পরিক্রমা ২০২৩
তীর্থযাত্রীদের সেবায়
নিখিলবঙ্গ কল্যান সমিতি
সামালী, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা
মিডিয়া পার্টনার – আলিপুর বার্তা

আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগারে সাহিত্য আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ নভেঃ বিকাল ৪ টায় সমগ্র ভারতবাসী যখন ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত,জন মানবহীন পথ ঘাট শূনসান সেই সময় হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ভাস্কুর আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগারে বীরাসা ও পথের সুজন এর উদ্যোগে কোলকাতা ও হাওড়া গুনীজনদের নিয়ে হয়ে গেল জমজমাট সাহিত্য আসর।

১৯৪০–এর দশক ছুঁয়ে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটির পরম্পরায় বর্তমান পরিচালক মণ্ডলীর পরিচালনায় সংগৃহীত বইয়ের আস্বাদনে আশাতিরিক্ত গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক সংখ্যায় সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি আজও শিক্ষার মানদণ্ডে অনির্বান দ্বীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। এদিন কানায় কানায় পূর্ণ সভাকক্ষে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। আসরে পাঠাগারের গুনগ্রাহী সম্পাদক ও স্বজনদের পক্ষ থেকে সভাপতি পদ অলংকৃত করেন শিক্ষাবিদ গৌতম ভট্টাচার্য। তিনি চিত্রকর মোহনলাল হালদার রচিত 'লাশ' গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করে সাহিত্য বিষয়ে প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক সুখদেব চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কিশোর গল্প মঞ্জরী' প্রকাশ করেন ডোমজুড় বই মেলা কমিটি ও সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বাপী ঠাকুর চক্রবর্তী। গ্রন্থটি তার হাতে তুলে দেন হাওড়া জেলা শিশু সাহিত্য সংসদের সভাপতি রবীন চট্টোপাধ্যায়। মাননীয় অতিথি ডঃ অনিরুদ্ধ পাল স্বরচিত 'হোমিও চিকিৎসা' প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা গ্রন্থ পাঠাগারের জন্য দান করেন। বহু গুণী ব্যক্তিরা কবিতা পাঠ ও গঠন মুলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্পাদক সুজীত কুমার নস্কর এবং সৌভিক পাল এর ভাষনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন বাচিক শিল্পী পীলা হাতী।

মহানায়কের শিল্পী সংসদের বিজয়া সম্মিলনী

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৯৬৮ সালে মহানায়ক উত্তম কুমার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিল্পী সংসদ। প্রথম সভাপতি তিনি। নানান কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিজয়া সম্মেলনের ব্যবস্থা করতেন। সেই প্রথা আজও রয়েছে। গত ২৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৮৬ লেলিন সরণীতে শিল্পী সংসদের অফিস ঘরে আসর বসেছিল বিজয়া সম্মিলনীর। সংস্থার বর্তমান সভানেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সভ্য সভ্যাদের গান, কবিতা, স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এই সন্ধ্যা। ডঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় শোনালেন রবীন্দ্র সংগীত,সুরকার দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আধুনিক গান শোনালেন। প্রখ্যাত অভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ শোনালেন আধুনিক গান। লাবনী লাহিড়ীও শোনালেন গান। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সংসদের বর্তমান সম্পাদক সাধন বাগচী।

আলিপুর বার্তা ও দেশলোক আয়োজিত
বিজয়ার আড্ডা
পরিচালনায় ঃ মাঙ্গলিকী
(নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)
২৬শে নভেম্বর, ২০২৩ রবিবার বেলা ১১টায়।
বিবেক নিকেতন, সামালী, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

কাটোয়ার 'কার্তিক লড়াই' শেষ হতেই বর্ণাঢ্য আয়োজনে সেজেছে দাঁইহাটের রাস উৎসব

দেবাশিস রায় : বিপুল উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী 'কার্তিক লড়াই' শেষ হতেই রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্ণাঢ্য আয়োজনে সেজে উঠেছে পার্শ্ববর্তী শহর দাঁইহাট।রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলির মধ্যে নবান্ন প্রধান হলেও কাটোয়ার কার্তিকপুজো তথা 'কার্তিক লড়াই' এবং দাঁইহাটের 'রাসযাত্রা' অন্যতম উল্লেখযোগ্য।জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী এই দুই প্রান্তিক প্রাচীন শহরের বাসিন্দারা দুর্গাপুজো শেষ হতে না হতেই তাঁদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলি উদযাপনের পরিকল্পনায় মেতে উঠতে থাকেন।একইসঙ্গে এই দুই উৎসবের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে সারাটা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে সন্নিহিত নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি জেলার লক্ষ লক্ষ বাসিন্দাও।এই জেলার পূর্বস্থলী, হুগলির বাঁশবেড়িয়া, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা প্রভৃতি এলাকাতেও উৎসবের মেজাজে কার্তিকপুজোর আয়োজন করা হয়।অন্যদিকে, নদিয়ার নবদ্বীপ এবং শান্তিপুর, কুচবিহার, পুরুলিয়ার পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার শ্রীরামপুর প্রভৃতি এলাকাতে জমজমাটভাবে রাস উৎসব পালিত হয়।এবারে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সঙ্গী করে ১৫ নভেম্বর শুক্রবার কাটোয়ায় কার্তিক পুজো শুরু হয়েছিল।যদিও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাতেই বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে বিগ বাজেটের পুজোগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়।এই বিশিষ্টজনের আসন অলংকৃত করেছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, কাটোয়া মহকুমাশাসক অর্চনা পি ওয়াংখেড়ে, এলাকার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরচেয়ারম্যান সমীরকুমার সাহা প্রমুখ।কার্তিক পুজোকে কেন্দ্র করে কাটোয়া শহরের পাশাপাশি সন্নিহিত পানুহাট এলাকায় হরেক থিমের অজস্র মণ্ডপ ও প্রতিমা, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, রকমারি বাজনা প্রভৃতি নিয়ে জমজমাট উৎসবের আয়োজনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহে যেন কোনও খামতি ছিল না।উৎসবের শেষ লগ্ন শনিবার সন্ধ্যায় শহরের সুনির্দিষ্ট প্রায় চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে রাস্তায় জমজমাট শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিমার পাশাপাশি চোখধাঁধানো আলোর থিম সহ রকমারি বাজনা শামিল ছিল।শতাধিক বছর ধরে বহমান বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রা কাটোয়ার 'কার্তিক লড়াই' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।এই শোভাযাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল থাকা প্রতিমাসজ্জা।বাঁশ, দড়ি, পেরেক, কাপড় প্রভৃতির সাহায্যে তৈরি একাধিক থাকবিশিষ্ট উঁচু একটি কাঠামোর ধাপে ধাপে পৌরাণিক নানাবিধ কাহিনির ওপর ভিত্তি করে দেবদেবী সহ অসংখ্য মূর্তি সাজানো থাকে।ভিন্ন চরিত্রের এই মূর্তিগুলির মাধ্যমেই ধাপে ধাপে কাহিনির বিন্যাস ঘটানো হয়।একটা সময়ে এই থাকাগুলি অসংখ্য মানুষের কাঁধে চাপিয়ে রাস্তায় ঘোরানো হত।এখন অবশ্য লোহার পাতের তৈরি একধরনের গাড়িতে চাপিয়ে শোভাযাত্রায় ঘোরানো হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীতে কাটোয়ার কার্তিকপুজোয় প্রভাবশালী উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হত।সেই শোভাযাত্রায় এধরনের থাকগুলিকে গায়ের জোর খাটিয়ে আগেভাগে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রবল রেষারেষি চলত।তার থেকেই কালে কালে কাটোয়ার 'কার্তিক লড়াই' পরিচিতি লাভ করে।প্রতিবারের মতো পুলিশ–প্রশাসন এবারও কাটোয়ার এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ব্যাপক তৎপর ছিল।সাদা পোশাকের পুলিশের টহলদারি সহ কয়েকশো সিসি ক্যামেরার নজরদারির পাশাপাশি জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল।অন্যদিকে, আগামি ২৭ নভেম্বর সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে রাস উৎসব।এই উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক বাজেটের চোখধাঁধানো মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমা, আলোকেসজ্জা সহ নানান থিমের আয়োজনে সেজে উঠেছে দাঁইহাট শহর।কিছু ক্ষেত্রে প্রতিমাসজ্জায় রাধাকৃষ্ণের রাসলীলাকে তুলে ধরা হলেও এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধারার মিশেলে বিভিন্ন দেবদেবী সহ একাধিক সাধক–সাধিকার মূর্তিও শোভা পায়।দাঁইহাটের এই 'প্রাণের উৎসব'–এর শেষ পর্বে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় এবারও শামিল হবে অসংখ্য মানুষজন।যাকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে কার্যত উন্মাদনা তুঙ্গে।

কাটোয়ার কার্তিকপুজোর প্রতিমা এবং দাঁইহাটের রাস উৎসবে মহাপ্রভু (ফাইল চিত্র)।

আঁতস কাঁচে

প্রয়াত প্রশাসক

সবার অজান্তেই চলে গেলেন মুম্বই তথা ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম ফুটবল প্রশাসক পারভেজ জিয়াউদ্দিন। সোমবার বিকেল ৫.৩৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় পারভেজ জিয়াউদ্দিনের। বিভিন্ন সময়ে এআইএফএফের'এর বিভিন্ন কমিটিতে ছিলেন পারভেজ জিয়াউদ্দিন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র ফুটবলের একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল।

চিন্তিত ক্রীড়ামন্ত্রী

এবারের সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে চরম ব্যর্থ বাংলা দল। এই বিষয়ে অন্তত চিন্তিত ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ক্রীড়া দপ্তরে ক্রীড়ামন্ত্রী আইএফএ'র সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি সৌরভ পাল ও স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। মন্ত্রী জানতে চান এই ব্যর্থতার পিছনে কী কারণ আছে? ফুটবলের উন্নতিতে কী করা যায় তার একটা রূপরেখা তৈরি করতে অনুরোধ করেন মন্ত্রী। আরও কিছু পরামর্শ দেন। সব ব্যাপারটা লিখিতভাবে আইএফএ'কে জমা দিতে অনুরোধ করেন।

প্রয়াত মাঠকর্মী

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাঠকর্মী নমোরাজ ধামালা। আসল নাম নমোরাজ ধামালা হলেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে বাহাদুর নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। সদা হাস্যোজ্জ্বল বাহাদুর পুজোর ছুটিতে দেশের বাড়ি নেপালে ফিরে গিয়েছিলেন। কালীপুজোর ছুটি কাটিয়ে তাঁর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যোগ দেওয়ার কথা ছিল আগামী সপ্তাহে। কিন্তু তা আর হল না। ফুটবলারদের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সবার প্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে।

গম্ভীর কেকেআরে

ক্যাপ্টেন হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে দু'বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। সেই গৌতম গম্ভীর আবার ফিরলেন কেকেআরে। এবার মেন্টর হিসেবে প্রত্যাবর্তন হল তাঁর। দু'বছর লখনউ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর ছিলেন তিনি। সেই যাত্রা শেষ করলেন গম্ভীর। প্রসঙ্গত, তিনি থাকাকালীন দু'বারই লখনউ প্লে-অফে উঠেছিল।

বদলাল ভেন্যু

হোম ম্যাচের পর এবার বদলে গেল, মোহনবাগান এসজি'র অ্যাওয়ে ম্যাচের ভেন্যু। হায়দরাবাদ এফসির সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আইএসএল ২০২৩-২৪-এর ম্যাচের ভেন্যুই বদলে গেল। ম্যাচটি সরে গেল ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। আগামী ২ ডিসেম্বর হায়দরাবাদ এফসি'র বিরুদ্ধে ম্যাচটি প্রথমে হায়দরাবাদেই হওয়ার কথা ছিল। সেই ম্যাচটি এবার হবে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে, ওড়িশা এফসি'র ঘরের মাঠে।

ঘরের মাঠে কাতারের কাছে হার সুনীলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে অপরাজেয় তকমা খোয়াল ভারত। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে কাতারের কাছে ০-৩ গোলে হার সুনীল ছেত্রীদের। ঘরের মাঠে ১৫ ম্যাচ পরে হার। এবছর পরপর তিনটে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট জেতে ইগর স্টিমাচের দল। শুধুমাত্র কিংস কাপের শুরুতেই বিদায় নিতে হয়েছিল। তবে সেটা বিদেশের মাঠে। কিন্তু এদিন ঘরের মাঠে শক্তিশালী কাতারের সঙ্গে পেরে উঠল না ভারত। প্রথমার্ধে এক গোলে পিছিয়ে যায়। ম্যাচে ফেরার আগেই দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ব্যবধান বাড়ায় কাতার। এরপর আর প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ ছিল না সুনীলদের। আর্সেন ওয়েঙ্গারের সামনেই হারল ভারত। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল কাতারের। দুমিনিটের মাথায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু হাতছাড়া হয়। তবে গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ম্যাচের ৪ মিনিটে কাতারকে এগিয়ে দেন মুস্তাফা মেসাল। প্রথমার্ধে ব্যবধান বাড়তে পারত। কিন্তু গোলের নীচে অমরিন্দর বেশ কয়েকটা ভাল সেভ করে। খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন আর্সেন ওয়েঙ্গার।

বিরতিতে আর্সেনালের প্রাক্তন কোচ বলেন, দ্বিতীয়ার্ধে টেম্পো বাড়াতে হবে ভারতের। রক্ষণকে আরও আঁটোসাঁটো হতে হবে। তবে সেটা করতে পারেনি ভারত। রক্ষণের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ৪৬ মিনিটে ০-২ করে কাতার। আফিফের শট বাঁচায় অমরিন্দর। ফিরতি শটে ব্যবধান বাড়ান মোয়েজ আলি। সুনীলদের জন্য গ্যালারি থেকে একনাগাড়ে গলা ফাটায় সমর্থকরা। কিন্তু ম্যাচে ফিরতে পারেনি ভারত। আন্ডারডগ হিসেবে নেমে কাতারকে কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেনি স্টিমাচের দল। তবে কয়েকটা সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কাজে লাগেনি। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে ০-৩। ওয়াদের ক্রস থেকে হেডে গোল আব্দুরিসাগের। ভারতকে হারিয়ে লিগ টেবিলের একনম্বরেই বহাল কাতার।

শেষ হল বঙ্কিম মাঝি–অজিত মাঝি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল নিয়ে আশার আলো দেখতে শুরু করেছিল বাসন্তী ব্লকের ১১ নম্বর মাঝিপাড়া।এলাকারই প্রতিভাবান ফুটবলার বঙ্কিম মাঝি ও অজিত মাঝি দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ফুটবল নিয়ে। কিন্তু বিধি বাম!আচমকা ছন্দপতন!অকালে ঝরে গিয়েছিল দুজন প্রতিভাবান ফুটলারের জীবন। শোকে মূহ্যমান হয়ে ভেঙে পড়েছিল গোটা গ্রাম।বিগত প্রায় ২০ বছর আগের ঘটনা।গ্রামবাসীদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে সেই ঘটনা। উদীয়মান ফুটবলার বঙ্কিম মাঝি- অজিত মাঝিদের স্মৃতি রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন গ্রামের মানুষ। বিগত ১৯ বছর আগে শুরু হয় স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট। সেই টুর্নামেন্ট আজও ধারাবাহিক ভাবে হয়ে আসছে। এমনকি এই টুর্নামেন্ট বিগত দিনে দুজন প্রতিভাবান ফুটবলার উপহার দিয়েছে। যাঁরা রাজ্য,দেশ তথা আন্তর্জাতিক স্তরে ডেনমার্ক এ 'ডানা' অংশগ্রহণ করে সম্মান এনে দিয়েছিল। গত সোমবার ১১ নম্বর মাঝিপাড়া আদিবাসী তরুণ সংঘ আয়োজিত ১৯ তম বর্ষের

এই ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা করেন প্রাক্তন ফুটবলার সমীর নস্কর।বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী, রইচ আলি মোল্লা, চিকিৎসক বিনোদ মাঝি, আপতার মোল্লা, প্রিয়তোষ মণ্ডল, সঞ্জয় মাঝি, কালীপদ সরদার, শিক্ষক আনন্দ মাহাতো, সুদীপ মাঝি, সুরঞ্জন সরদার,বৈদ্যনাথ মাঝি, শুভঙ্কর সরদার সহ অন্যান্যরা। মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় ১০ নম্বর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ৪ -১ গোলে জয়ী হয় ১০ নম্বর ভূপেন্দ্র জনকল্যাণ সামিতি কে হারিয়ে।২ টি গোল করে ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন জয়ী দলের অজয় সরদার, পাশাপাশি ৪ গোল করে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন রাজা মাঝি। ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রসঙ্গে ক্লাব সম্পাদক বাসুদেব মাঝি বলেন, এটা আমাদের ১৯ তম আয়োজন। এই উপলক্ষে আমাদের গ্রামের সব মেয়ে জামাইরা আসে, প্রতি বছর কালী পূজো ও ভাইফোঁটার মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ১০০ দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

ট্রফি না এলেও এই বিশ্বকাপ বিরাট কোহলির

নিজস্ব প্রতিনিধি: সচিন তেন্ডুলকর বিশ্বকাপ জিতেছিলেন লম্বা কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে। বিরাট কোহলি ভাগ্যবান-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখার তৃতীয় বছরে পরেছিলেন বিশ্বজয়ের মুকুট। এক যুগ আগে সচিনকে কাঁধে নিয়ে কোহলির মুম্বাইয়ের পুরো ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ঘুরে বেড়ানো ক্রিকেট বিশ্বেরই আইকনিক দৃশ্য হয়ে আছে। যেন এই ভক্তি ও ভালোবাসা দিয়ে 'ক্রিকেট ঈশ্বর' থেকে বর চেয়ে নিচ্ছিলেন কোহলি। এরপরই 'কিং' হয়ে ওঠা তাঁর। ২০১১ বিশ্বকাপের আগে ওয়ানডেতে যাঁর সেঞ্চুরি ছিল ৪টি, সেটি এখন ছুঁয়েছে ৫০-ভেঙে দিয়েছেন এক দিনের ক্রিকেটে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক সচিনের রেকর্ড। সেটিও বিশ্বকাপে, সেই ওয়াংখেড়েতে। একদিন ড্রেসিংরুমে যিনি সচিনকে দেখে পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়েছিলেন, দিন পাঁচেক আগে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর জানালেন কুর্নিশ। এ বিশ্বকাপে যেন শুধু সচিনের রেকর্ড ভাঙাকেই পাখির চোখ করে ব্যাটিংয়ে নেমেছিলেন কোহলি। সচিনকে ছাড়িয়েই গড়লেন এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ও দ্রুততম ২৬ হাজার আন্তর্জাতিক রান। শিরোপা জিতুক বা না জিতুক-ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপটাকে তো রাঙালেন ৩৫ বছর বয়সী এই ব্যাটারই। ১১ ইনিংসে ৩ সেঞ্চুরি ও ৬ ফিফটিতে করলেন ৭৬৫ রান, গড় ৯৫.৬২ ও স্ট্রাইক রেট ৯০.৩১। বিশ্বকাপে তৃতীয়বারে মতো টানা পাঁচটি ৫০+ ইনিংস হয়েছে, যার দুটিই কোহলির। এক বিশ্বকাপে ৫০০+ রান করেছেন এমন ব্যাটারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যাটিং গড়ও তাঁর।

কোহলির দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে কিউইদের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিয়ে ২০ বছর পর ফাইনালের টিকিট পাওয়া ভারতের। আহমেদাবাদে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও দলের দুঃসময়ে খেললেন ৬৩ বলে ৫৪ রানের ইনিংস। এক বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে সপ্তম ব্যাটার হিসেবে পেলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংসের দেখা। এমন স্মরণীয় বিশ্বকাপ কাটানোর আগে অবশ্য কেরিয়ারের কঠিন সময় পার করেছেন তিনি। ২০১৯ বিশ্বকাপে তাঁর নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয় সেমিফাইনাল থেকে, কিউইদের কাছে হেরে। এরপর তো নেতৃত্বও হারান ভারতের। দল থেকে বাদ পড়ার শঙ্কাও কী ছিল না! গত বছর সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্রায় ৩ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছিলেন কোহলি। এরপর উপহার দিয়েছেন বেশ কয়েকটি ম্যাচ জেতানো রোমাঞ্চ। ভারতের এই স্কোয়াডের শুধু বিশ্বকাপ জেতার কীর্তি আছে কোহলি ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। অজিদের হারালে দুজনের সেটি দাঁড়াত দুইয়ে। ট্রফি জিততে না পারলেও ভারতের এবারের অভিযানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় রেখেছেন কোহলি। ২০১৬ আইপিএলের ফাইনালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) হয়ে সানরাইজার্স হায়দারাবাদের বিপক্ষে ৫৪ রান করেছিলেন তিনি। সেবারও আরসিবির হয়ে ট্রফি জেতা না হয়নি তাঁর। এবার বিশ্বকাপের ফাইনালে ৫৪ রান করেও ট্রফি জেতা হলো না কোহলির।

ভারতই কি বিশ্বকাপের আসল 'চোকার্স'

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর অনেক প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে ভারত। এই হারের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভারতের ট্রফিখরা আরও বাড়ল। অথচ সেমিফাইনালসহ টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফাইনালে উঠেছিল ভারত।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে প্রায় লাখখানেক দর্শকের সামনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬ উইকেটে হেরেছে রোহিত শর্মার দল। ফাইনালে সেভাবে প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি ভারত। আগে ব্যাট করে তোলে মাত্র ২৪০ রান। শুরুতে একটু চাপে পড়লেও ট্রাভিস হেডের সেঞ্চুরিতে জয় তুলে নিতে অসুবিধা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। এই হারের পর ভারতের খেলোয়াড়, তারকারা, ভক্তরা প্রায় সবাই স্বাভাবিকভাবেই হতাশ হয়েছেন। ২০১৩ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সর্বশেষ বৈশ্বিক ট্রফি জিতেছিল ভারত। পরের বছর টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে হারে তারা। দুবার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও জিততে পারেনি। আর এবার ঘরের মাঠে রোহিতের দল বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠায় আশায় ছিলেন ভারতের সমর্থকেরা। কিন্তু এবারও হল না। গত পাঁচ মাসের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয় কোনো ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারল ভারত। এর আগে গত জুনে হেরেছিল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। ১৯৮৩ ও ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী ভারত ২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে হেরেছে। সেমিফাইনাল পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে বলতে গেলে পাত্তাই দেয়নি ভারত। এই কারণে রোহিত-কোহলিদের নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল ভারতের ক্রিকেট-পাগল জনতা। কিন্তু হারের পর স্বয়ং ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছেও এর ব্যাখ্যা নেই। ২০২১ থেকে এই বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের কোচের দায়িত্ব পাওয়া দ্রাবিড় বলেছেন, '(হারের) উত্তরটা জানা থাকলে বলে দিতাম। আমার মনে হয় দিনটাই আমাদের ছিল না। আমরা ভালো খেলিনি।' দ্রাবিড় নির্দিষ্ট কোনো কারণ বলেননি। তাঁর কথায়, 'নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই যেটিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। আমরা ভালো ব্যাটও করিনি।'

দেশে ফিরতেই প্রবল চাপে সব ফরম্যাটে নেতৃত্ব ছাড়লেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতার পরই জল্পনা শুরু হয়েছিল। তাতেই যেন সিলমোহর পড়ল। বাবর আজমের ক্যাপ্টেন্সি যাবে এটা জানাই ছিল। শুধু দেখার ছিল বাবর নিজে সরবেন না তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে! দেশে ফিরে বাবর নিজেই সরলেন। তিন ফরম্যাটের নেতৃত্ব থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। বাবর আজম জানান, যে তিনি সব ফরম্যাটে পাকিস্তান ক্রিকেটের অধিনায়কের পদ থেকে সরে যাচ্ছেন। লাহোরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের সঙ্গে দেখা করার পরপরই সমাজ মাধ্যমে তিনি সরে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেন। নেতৃত্ব ছাড়লেও তিন সংস্করণেই খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। বাবর তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমি সেই মুহূর্তটিকে স্মরণ করি যখন আমি ২০১৯ সালে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পিসিবি থেকে ডাক পেয়েছিলাম। গত চার বছরে, আমি মাঠে এবং মাঠের বাইরে অনেক ভালো আর খারাপ দুই অভিজ্ঞতা পেয়েছি। কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে আর আবেগের সঙ্গে ক্রিকেট বিশ্বে পাকিস্তানের গর্ব ও সম্মান বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য রেখেছি।' এছাড়া তিনি বলেন 'খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজমেন্টের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা ওয়ান ডে ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর দলও হই। পাকিস্তান ক্রিকেট প্রেমীদের ধন্যবাদ। আমি সব ফরম্যাটে পাকিস্তানের অধিনায়কের পদ থেকে সরে যাচ্ছি। এটা একটা কঠিন সিদ্ধান্ত কিন্তু আমি মনে করি এটা সঠিক সময়। আমি তিন ফরম্যাটেই খেলোয়াড় হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চালিয়ে যাব। আমি এখানে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন অধিনায়ক এবং দলকে সাহায্য করব। এই গুরুত্বপূর্ণ অধিনায়কের দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার করার জন্য পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই।' বাবরকে সাদা বল ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল ২০১৯ সালে। টেস্টের দায়িত্ব পান ২০২০ সালে। চার বছর ধরে অধিনায়কত্ব করলেও তাঁর নেতৃত্বে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গেছে প্রাক্তন পাক তারকাদের। বাবর নিজেও এবারের বিশ্বকাপে নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। ৯ ইনিংসে ৪০ গড়ে করেন ৩২০ রান। এ বছর ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর দল হিসেবে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল পাকিস্তান।

ভারত জিতলেই শুধু পিচ বিতর্ক, ফাইনালে এমন উইকেট বানানোর বুদ্ধি কার?

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে থেমেছে ভারতের জয়রথ। নিজের দেশে এক যুগ পর বিশ্বকাপ উঁচিয়ে ধরবেন রোহিত শর্মারা, এমন স্বপ্নেই বিভোর ছিলেন শত কোটি ভারতীয় সমর্থক। তবে সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে অজিদের প্রতাপে। ভারতকে স্তব্ধ করে দিয়ে এবারের বিশ্বকাপ ট্রফি গেল অস্ট্রেলিয়ায়। গোটা টুর্নামেন্টে ভারতের আধিপত্য নিয়ে যেমন চর্চা ছিল, তার চেয়ে মুখরোচক কথা বেশি ছড়িয়েছিল পিচ নিয়ে। আয়োজক দেশ হওaয়ায় ভারত নাকি ইচ্ছামতো পিচে খেলেছে পুরো টুর্নামেন্টে। এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে অনেক, বিতর্ক হয়েছে বিস্তর। পিচ বিতর্কের গুঞ্জনের স্রোত গড়িয়ে এসেছিল

ফাইনাল পর্যন্তও। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত ইচ্ছেমতো উইকেট বানালে এই বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষ পর্যন্ত এমন উইকেটের যৌক্তিকতা কোথায়? আগেই জানা গিয়েছিল, আহমেদাবাদের উইকেট হবে স্পোর্টিং। রান হবে, তবে টানা বাউন্ডারির ম্যাচ হবে না। প্রথমে ব্যাট করা দলের জন্য ৩১৫ রানই ছিল যথেষ্ট। ভারত সেই রান তো দূরে থাক, আড়াইশো রানও টপকাতে পারেনি। তাছাড়া আহমেদাবাদের উইকেট দেখে মনেও হয়নি, এটি তিনশো পেরোনোর মতো পিচ। বল থেমে এসেছে, অনাকাঙ্খিত বাউন্স দেখা গিয়েছে, পেসারদের গতির তারতম্যও মিলেছে এই পিচ থেকে। সব মিলিয়ে ব্যাটারদের জন্য ব্যাটিং করাটা কঠিনই হয়েছে বেশ। পরে ব্যাট করতে নেমে ট্রাভিস হেড যদিও বা সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। তবে ডিউ ফ্যাক্টরের কিছুটা সুবিধা আদায় করেই অস্ট্রেলিয়া ছুটেছে জয়ের পথে। দিনশেষে জয়ের পুষ্পমাল্যও পেয়েছে তাঁরাই। ভারতের ব্যাটিং সমৃদ্ধ লাইনআপ। টপ অর্ডার থেকে মিডল অর্ডার, সবাই ছিলেন ফর্মে। প্রশ্ন হচ্ছে, পিচ পরিবর্তনের অভিযোগ কিংবা ইচ্ছামতো উইকেটে খেলাই যদি ভারত খেলে থাকে, তাহলে উইকেট বানানোর বুদ্ধিটা কার? আরেকটাও প্রশ্ন উঠে আসছে, এবারের বিশ্বকাপের শেষটা এমন উইকেটে মঞ্চায়ন করার পরিকল্পনাটাই বা কার? এমন প্রশ্নের উত্তর অজানা। তবে ভারতের বিশ্বকাপ খোয়ানোতে ভারতীয় সমর্থকরা যখন হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে আছে, তখন এমন উইকেটে ফাইনাল গড়ানোর ব্যাপারটা অনেকের কাছেই হয়ে রইল বিস্ময়ের বিষয়। অবশ্য আহমেদাবাদের পরিসংখ্যানটাই তো বলে, প্রথমে ব্যাট করা দলের গড় সংগ্রহ ২৩৭। ভারত সেই পার স্কোর পেরিয়েছে বটে। তবে বিশ্বজয়ের পথে শেষ বাধাটা আর টপকাতে পারলো না। তবে বিশ্ব ক্রিকেট নিশ্চিতভাবেই হাই স্কোরিং বিশ্বকাপে লো স্কোরিং ফাইনালের অপেক্ষায় ছিল না।

ট্রাভিস হেড, অস্ট্রেলিয়ার হেক্সাজয়ের রাজকীয় চরিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: নীল জনস্রোতে ভেসে ওঠা স্টেডিয়াম। আনন্দমুখর সেই জনতার সঙ্গে আবার 'জিতেগা ভাই জিতেগা, ইন্ডিয়া জিতেগা' কোরাস। 'ফাইনাল' জেতার পূর্বাভাস যেন পেয়েই গিয়েছিল ভারতের সমর্থকরা। তাই আগাম উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল ম্যাচ শুরুর আগেই। কিন্তু ম্যাচ যতদূর গড়িয়েছে, আহমেদাবাদে যেন নেমে এসেছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। ভারতীয় সমর্থকদের নীরব দর্শক বানিয়ে ষষ্ঠ বারের মতো বিশ্বকাপ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। আর অজি শ্রেষ্ঠত্বের হেক্সাজয়ের সে গল্পে নায়ক হয়ে রইলেন ট্রাভিস হেড। প্রথমে ব্যাট করে ভারতের স্কোরবোর্ডে জমা মাত্র ২৪০ রান। ম্যাচের মাঝ বিরতিতেই তাই জয়ের একটা সুবাস পেয়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে ঘরের মাঠ বলে কথা। ভারতীয় পেসারদের তোপে শুরুতেই ছত্রখান অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। ৪৭ রানের মাঝেই নেই ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ের পথে অনিশ্চয়তা শুরু তখন থেকেই। তবে শঙ্কার কালো মেঘ সরিয়ে ট্রাভিস হেড এরপরে যে পথে হাটলেন, তাতে আর বাঁধা হতে পারলো না কেউ। ম্যাচ পরিস্থিতিতে স্ট্রাইক রোটেশন, মোক্ষম সময়ে পাল্টা আক্রমণ, উইকেট আগলে সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে বলতে গেলে একাই জেতালেন ট্রাভিস হেড। অবশ্য এ দিন ট্রাভিস হেডকে দারুণ সঙ্গ দিয়েছিলেন মার্নাস লাবুশানে। শুরু থেকেই সতর্ক ব্যাটিং করেছেন তিনি। আর তাঁর যোগ্য সঙ্গ পেয়েই সাবলীল ব্যাটিং করে গেছেন ট্রাভিস হেড। কুলদীপ যাদব আর জাদেজা উইকেট থেকে টার্ন আদায় করে নিচ্ছিলেন ঠিকই। তবে সেই কুলদীপকে স্লটে পেয়েই ছক্কা হাঁকিয়ে খোলস ছেড়ে বের অজি এ ব্যাটার। ট্রাভিস হেডের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের শুরু সেখান থেকেই। দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর অস্ট্রেলিয়াকে ধাতস্থ করে আনতে শুরু করেন হেড ও লাবুশানে। এক প্রান্তে লাবুশানে উইকেট ধরে রাখার দিকেই মনযোগী ছিলেন। আর অন্যদিকে আক্রমণাত্মক এপ্রোচে ব্যাটিং করতে থাকেন হেড। আর তাতেই সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে ম্যাচ জয়ের দিকে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। সেমিফাইনালে ফিফটি পেয়েছিলেন ট্রাভিস হেড। সেই ধারা এবার যেন থাকল ফাইনালের মঞ্চেও। ৫৮ বলেই ৫০-এ পৌঁছে যান অজি এই ব্যাটার। তবে ফিফটি নয়, শতকের ছোঁয়াও পেয়ে যান হেড। ৯৯ বলে ১০০ রান পূরণ করেন এ ব্যাটার। আর এই সেঞ্চুরির মধ্য দিয়ে ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর আবারো কোনো ফাইনালে সেঞ্চুরির সাক্ষী হল বিশ্ব ক্রিকেট।

বিশ্বজয় না হলেও আইসিসি একাদশে ভারতেরই আধিপত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে শুরু থেকে অপ্রতিরোধ্য। এরপরও ঘরে ঢুকল না ট্রফি। হতাশা চেপে রাখতে পারেননি অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনি যেন 'শূন্য' রাজা। ২০১১ সালের পর আরো একবার ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্নে বিভোর ছিল ভারত। দিনের শেষে হতাশায় ডুবেছে। ট্রফি ঢোকেনি ঘরে, কিন্তু দারুণ খেলার স্বীকৃতি জানাতে ভোলেনি আইসিসি। তাদের এই বিশ্বকাপে সেরা একাদশ বাছতে ভারতেরই বেশিরভাগ ক্রিকেটারকে পছন্দ। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া থেকে ২ জন রয়েছেন, সেখানে ভারত থেকে রয়েছেন ৬ ক্রিকেটার। তার প্রথম পছন্দ অবশ্য বিরাট কোহলি। তিনিই বিশ্বকাপের টুর্নামেন্ট সেরা। তিনিই বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও। ৭৬৫ রান করা এই ক্রিকেটারের পাশাপাশি রয়েছেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। তিনিই এই আইসিসি সেরা একাদশের অধিনায়কও। কোহলির পর টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৯৭ রান করেছেন রোহিত। রোহিত

শর্মাকে অধিনায়ক করা এই দলে সুযোগ পেয়েছেন পাঁচ দেশের ক্রিকেটার। কোহলি, রোহিতের পাশাপাশি আছেন কেএল রাহুল, জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা ও মহম্মদ শামি। রাহুল ব্যাটিংয়ে করেছেন ৪৫২ রান ও উইকেটরক্ষক হিসেবে ১৭টি ডিসমিসাল করেছেন। শামি এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট নিয়েছেন। ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন ৩ বার। তাই তাঁকে ছাড়া বোলিং ডিপার্টমেন্ট ভাবাই যাবে না। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫৭ রানে ৭ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপে ভারতের সেরা বোলিং করেছেন। বিশ্বকাপ ইতিহাসে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এবারের বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০ উইকেট নিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। আর ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত খেলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। অলরাউন্ডারে তাঁকেও বাদ দিতে পারেনি। একাদশে রোহিতের সঙ্গী হয়েছেন টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ ৪ সেঞ্চুরিতে ৫৯৪ রানের সঙ্গে উইকেটের পেছনে ২০টি ডিসমিসাল করা কুইন্টন ডি কক। তিনে বিরাট কোহলির নাম। চারে নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাত্রায় বড় অবদান রেখে দুটি করে ফিফটি ও সেঞ্চুরিতে ৫৫২ রান করেছেন ড্যারেল মিচেল। তিনি সুযোগ পেয়েছেন চার নম্বরে। পাঁচে রয়েছেন ভারতের কিপার ও ব্যাটার কেএল রাহুল। এরপর অলরাউন্ডার হিসেবে এই দলে থাকছেন ম্যাক্সওয়েল ও রবীন্দ্র জাদেজা। এবারের টুর্নামেন্টে একমাত্র ডবল সেঞ্চুরিয়ন ম্যাক্সওয়েল। করেছেন মোট ৪০০ রান। স্পেশালিস্ট তিন বোলারের মধ্যে একজন জসপ্রীত বুমরাহ অন্যজন মহম্মদ শামি। তৃতীয়জন হলেন দিলশান মাদুশঙ্কা। বোলিং আক্রমণে তাদের সঙ্গী লেগ স্পিনার জ্যাম্পা। তবে এই দলে রাচিন রবীন্দ্র সুযোগ না পাওয়ায় অনেকেই অবাক হয়েছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৪৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com